বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

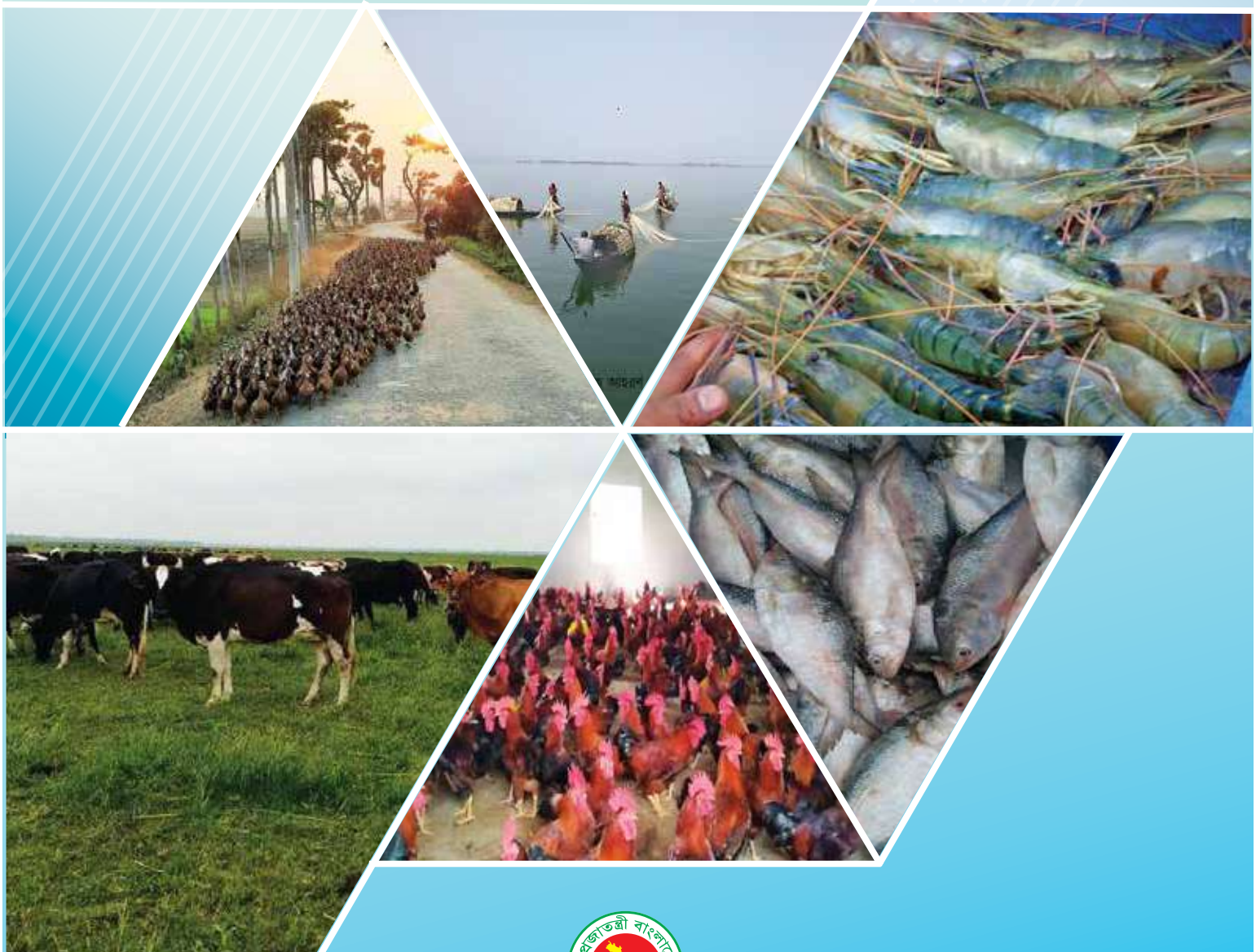

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়ঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

বিএফডিসি ভবন

২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ।

www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল
নভেম্বর, ২০২১

মুদ্রণে
পায়রা ইন্টারন্যাশনাল
১৭৩, ফকিরাপুল, আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ভাবনা
উপ-পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

প্রচ্ছদ ডিজাইন
মোছাঃ শায়লা শারমিন
সহকারী চিত্রশিল্পী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

"I have a very good exportable commodities like jute, like tea, like hide and skins, fish. I have forest goods. I can export many things.".....

Bangabandhu, father of the nation.

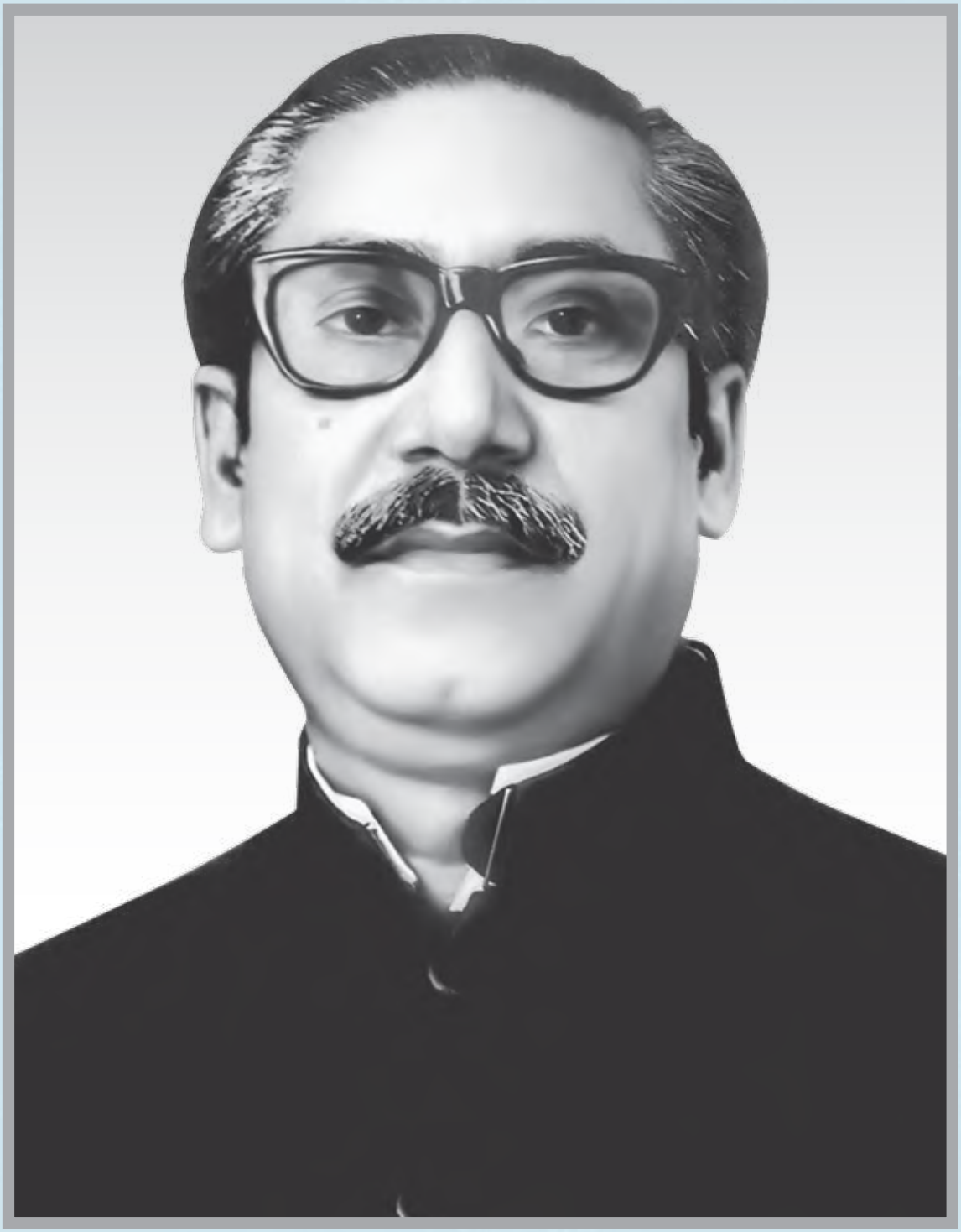

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ ম রেজাউল করিম এমপি
মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার প্রয়াসে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর ও সময়োপযোগী।

জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** সূচিত পথ ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনার** প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা অনন্য ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ আজ মাছ, মাংস এবং ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। মন্ত্রণালয়ের কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে বিগত এক যুগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ছিল ২৭.০১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাংসের উৎপাদন ছিল ১০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ৮৪.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে ডিমের উৎপাদন ছিল ৪৬৯.৯১ কোটি, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ২০৫৭.৬৪ কোটি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ২২.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ১১৯.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ৩১ টি বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন করেছে। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে ৮৯ প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট গত ১২ বছরে ৩০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মুরগির ৫টি জাত উদ্ভাবন এবং গরুর ২টি জাত উন্নয়ন করেছে। বিগত ৫ বছর পবিত্র ঈদুল আযহায় দেশীয় গবাদিপশুর মাধ্যমে কোরবানির চাহিদা শতভাগ পূরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইইউ, চীন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব এবং জাপানসহ ৫০টিরও অধিক দেশে ৭৬,৫৯১.৬৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৪,০৮৮.৯৬ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বিশ্বে তৃতীয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এছাড়া, ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ধারাবাহিক সাফল্যে বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে প্রথম। ইলিশের স্বত্ব এখন শুধুই বাংলাদেশের। এটা জাতির জন্য গৌরবের। তাছাড়া তেলাপিয়া মাছ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া এবং ফিনফিস উৎপাদন ও আহরণে যথাক্রমে চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ। ছাগলের সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ, গবাদিপশু উৎপাদনে বারোতম।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারভুক্ত খাত হিসেবে বিবেচিত। দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা, উদ্যোক্তা তৈরি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে এ খাতে ক্ষতিগ্রস্ত ৬,৭৯,৭৭১ জন মৎস্যচাষি, খামারি ও সুফলভোগীকে ৮১৮.৮৩ কোটি টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে খামারিদের উৎপাদিত প্রায় ৯,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ব্যাপক কর্মযজ্ঞে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হবে বলে আমি মনে করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি
সভাপতি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ড ও অর্জিত সাফল্য সমূহ "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১" আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও সঠিক দিকনির্দেশনায় এগিয়ে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। বৈশ্বিক মহামারি পরিস্থিতিতে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমুন্নত রাখতে, গ্রামীণ অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে । এছাড়াও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জলজ ও প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অসামান্য। দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান ৩.৫২ শতাংশ যা কৃষিজ জিডিপির ২৬.৩৭ শতাংশ এবং মোট জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪ শতাংশ। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসডিজি-১৪ এ লিড মিনিস্ট্রি এবং এসডিজি-২ এ কো-লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সকলের অংশগ্রহণে জাতীয় অর্থনীতিতে সম্ভাবনাময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়াও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে তৃতীয়, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে চতুর্থ, তেলাপিয়া উৎপাদনে চতুর্থ, বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া এবং ফিনফিস আহরণে যথাক্রমে অষ্টম ও দ্বাদশ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ইলিশ আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম যা দেশের মোট জিডিপির ১ শতাংশ। মাছ উৎপাদনে বর্তমানে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান ৬০ শতাংশ। অপরদিকে প্রাণিসম্পদ খাত মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমান সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে প্রাণিসম্পদ খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১" মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য, উন্নয়নমূলক ও উদ্ভাবনী কর্মকান্ড সম্পর্কে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

০২/২০/২২
(ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি)

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতাত্তোর কুমিল্লার এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন, "আমার মাটি আছে, সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি, ইনশাআল্লাহ এদিন আমাদের থাকবেনা"। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত কৃষি প্রধান এ দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, আমিষের যোগান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও এ খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নানাবিধ উদ্যোগ ও প্রণোদনার ফলে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে এ যাবৎকালের অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে ভবিষ্যতের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে সরকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে "জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক হালদা নদীকে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" ঘোষণা করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ও পরিসেবা খামারীদের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে জাত উন্নয়ন ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে চলেছে। করোনা মহামারিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রায় ৫ লক্ষ খামারিকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবেলা করে দুটি খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সার্বিক অগ্রগতি ও সাফল্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা দেশের সাধারণ মানুষ, খামারী, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও এ পেশায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে বলে আশা করছি। এ পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-১৮
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	১৯-৪৪
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৪৫-৬৬
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৭-৮১
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৮৩-৯৬
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৯৭-১১৬
০৭.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	১১৭-১২২
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১২৩-১৩০
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১৩১-১৩৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(www.mofl.gov.bd)

ভূমিকা

দেশের আপামর জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁসমুরগি ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এদের সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য।

রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- আইন-বিধিমালা প্রণয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জনহিতকর কার্যক্রম গ্রহণ;
- নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গবাদিপশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন;
- দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের রপ্তানি ও মান নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন।

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বিত জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থা	পদের গ্রেড								মোট পদ সংখ্যা	
		১ম-৯ম		১০ম		১১তম-১৬তম		১৭তম-২০তম		কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা
		কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য		
০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৬	১৫	২০	১৬	২৭	০৬	২৪	১৬	১০৭	৫৩
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	৯৪৪	৬৯২	৩২৪	৩৪১	১৬২২	৪৯০	১২১১	৩২৪	৪১০১	১৮৪৭
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১২৭৯	৮১৪	২০	৭৪	৩৮৩৭	৩৮০৩	২০৮৮	৮২৬	৭২২৪	৫৫১৭
০৪.	মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৪০	১০৮	০৮	১২	১২৭	৬২	৫৯	০৯	৩৩৪	১৯১
০৫.	প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৩	৫৪	০৪	০৩	৫৬	৫০	৮০	২৭	২৪৩	১৩৪
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৪৫	৫২	৪০	২৫	১৩৯	২৩০	৬৪	১৩৬	২৮৮	৪৪৩
০৭.	মেরিন ফিশারিজ একাডেমী	১৩	০৩	০১	০০	২১	০১	২০	০৪	৫৫	০৮
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	০২	০১	০০	০০	০৩	০২	০২	০০	০৭	০৩
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	০৩	০৩	০০	০০	৩২	২১	০৫	১৭	৪০	৪১
	সর্বমোট	২৫৬৫	১৭৪২	৪১৭	৪৭১	৫৮৬৪	৪৬৬৫	৩৫৫৩	১৩৫৯	১২৩৯৯	৮২৩৭

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কোভিড-১৯ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় । সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মাস্ক পরিধান করা, বার বার সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদির মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

কোভিডকালে ভ্রাম্যমাণ মাছ, দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম

- করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করে। তবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সচল রাখতে সরকার নির্দেশনা প্রদান করে। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিমসহ মাছের পোনা, পোল্ট্রি/পশু/মৎস্য খাদ্য, কৃত্রিম প্রজননসহ প্রাণি চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত ঔষধ, টিকা, সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং বিপণন ব্যবস্থা চালু রাখা হয়;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার রোধে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য মিডিয়াতে প্রাণিজ বিভিন্ন উপজাত গ্রহণের উপকারিতা এবং রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সহযোগিতায় সকল গ্রাহকের নিকট 'নিয়মিত মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম খাই-রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই' শীর্ষক SMS প্রেরণ করা হয়;
- উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে ভ্রাম্যমাণ বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কোভিডকালে প্রায় ৯,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ এর ফলে এ বছর অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রয় কার্যক্রম অধিক সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বছর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ১৮ লক্ষ গবাদিপশুর তথ্য আপলোড করা হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ২,৭৩৫ কোটি টাকার প্রায় ৪ লক্ষ গবাদিপশু বিক্রয় করা হয়েছে।

কোভিডকালে প্রদত্ত প্রণোদনা

- কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ৬,৭৯,৭৭১ জন খামারীকে ৮১৮.৮৩ কোটি টাকা মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে ১,৫৫,৯৭২ জনকে ৮৪ কোটি টাকার উৎপাদন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬৩,০৮১ জন খামারিকে ১,৪৪৩ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের
খামারিদের নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগসমূহের "ইনোভেশন শোকেসিং-২০২১" শীর্ষক কর্মশালা

- ৩১/০৩/২০২১ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের "ইনোভেশন শোকেসিং-২০২১" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ০৮ (আট) টি দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ তাদের দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমসহ উক্ত শোকেসিং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
- শোকেসিং অনুষ্ঠানে ৩১ টি নতুন আইডিয়া এবং ১ টি রেপিকেবল আইডিয়া উপস্থাপন করা হয়। যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাছাই করা হয়।
- মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা, চ্যাপা শুটকি প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ, রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভ পরীক্ষা, পোল্ট্রি খামারে গবেষণা কার্যক্রমে ডিজিটাল রেকর্ডিং সিস্টেম, ডিজিজ এন্ড ভ্যাকসিন ক্যালেন্ডার, IoT (The Internet of Things) ভিত্তিক পানির গুনাগুণ পরিমাপক স্মার্ট ডিভাইস, তৃণমূল পর্যায়ে গবাদিপশু পালন, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রশিক্ষণ ও ঔষধ সরবরাহ, ই-কার্প ব্রিডিং মোবাইল অ্যাপস্ এবং চিংড়ির রোগ বাতায়ন ইত্যাদি উলেখযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ।

প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইনোভেশন শোকেসিং উদ্বোধন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপন

- ২১-২৭ জুলাই ২০২০ মেয়াদ পর্যন্ত সারাদেশ ব্যাপী 'মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের মাধ্যমে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০' উদ্বোধন করেন।

২৫ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার কর্তৃক সংসদ ভবন লেকে; রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার লেকে ও মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইডেন মহিলা কলেজ পুকুরে, ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টর পার্কের পুকুরে এবং ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ধানমন্ডি লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১০টি দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২০ উপলক্ষ্যে গণভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

মুজিববর্ষ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ে বিনামূল্যে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা ও মাছচাষ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান; বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিকের মাধ্যমে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, মাছের রোগ, খাদ্য ও পুষ্টি এবং মৎস্য চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ে ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন ও বিনামূল্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নেত্রকোনা জেলার বিশিউড়া ও শরিয়তপুর জেলার হালইসার গ্রাম দুটিকে মৎস্য গ্রাম ঘোষণা করা হয়। এ দুটি গ্রামের চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উপকরণ বিতরণ ও মৎস্য বিষয়ক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়।
- বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের বৃহত্তম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীকে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এতিমখানায় বিনামূল্যে মাছ বিতরণ করে এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ে একটি ফলদ বাগান স্থাপন করা হয়। তাছাড়া ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার শরিফবাগ গ্রামে ৩০১ জন খামারীর মধ্যে বিএলআরআই-এর ১৭টি প্রযুক্তি অভিযোজন করে একটি 'বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করলেও কোভিড-১৯ এর কারণে কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন, স্মরণিকা ও নিউজ লেটার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে রুই মাছের চতুর্থ প্রজন্মের একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করে। রুই মাছের চতুর্থ প্রজন্মের নতুন এই জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মূলজাতের চেয়ে ২০.১২ শতাংশ অধিক উৎপাদনশীল, খেতে সুস্বাদু এবং দেখতে লালচে ও আকর্ষণীয়।

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে রুই মাছের এ জাতটি উদ্ভাবিত হওয়ায় ইনস্টিটিউট কর্তৃক এই জাতটিকে 'সুবর্ণ রুই' নামকরণ করা হয়। ১০ জুন ২০২১ আনুষ্ঠানিকভাবে সুর্বণ রুই-এর জার্মপ্লাজম মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ২০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কাপ্তাই হ্রদ অঞ্চলের ১০ জন মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিনামূল্যে কেচকি জাল বিতরণ করা হবে।

আইন ও বিধি প্রণয়ন

সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক বিলুপ্ত হওয়ায় সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত অধ্যাদেশসমূহ হালনাগাদ করত: বাংলা ভাষায় নতুনভাবে আইন প্রণয়নের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ০৫টি অধ্যাদেশ হালনাগাদ করে বাংলা ভাষায় অনুবাদক্রমে যুগোপযোগী করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দুটি আইন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982 রহিতক্রমে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৯ নামে আইন হিসেবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অপর দুটি অধ্যাদেশ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে The Marine Fisheries Ordinance, 1983 রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় হালনাগাদ করে "সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০" এবং The Fish And Fish Product (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় হালনাগাদ করে "মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শণ ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০" নামে আইন হিসেবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা আইন, ২০২১ নীতিগতভাবে অনুমোদন হয়েছে যা ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া পশুজবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ ভেটিং ও এসআরও নম্বর প্রদানসহ গেজেটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত The Cruelty to Animal Act, 1920 বাংলা ভাষায় হালনাগাদ আকারে "প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯" নামে মহান জাতীয় সংসদে আইন আকারে পাশ হয়ে গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট ০৪টি নীতিমালা যথা: "ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯", "নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৯", "জলমহালে (প্রবাহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯", "সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও বাঁওড়ে মৎস্যবীজ উৎপাদন, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৯" এবং ১টি নির্দেশিকা যথা: "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯" প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য এর মান সুরক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে "মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া 'মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যাপক উদ্যোগ ও ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে এ সকল আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এসকল আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসৃত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর অধীনে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রূপকল্প (Vision) এবং অভীলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মোট ০৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের ২৩টি কার্যক্রম ও ৩৮টি সূচক এবং ০৩টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ১৩টি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত ছিল। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে নিয়মিতভাবে কর্মসম্পাদনসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর ১ম, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২য় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহিত হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসহ এর যথাযথ ব্যবহার, অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরণের দ্রারিদ্র্যের অবসান ঘটানো ছাড়াও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানই ছিল এ এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা কমিশন হতে ২০১৬ সালে প্রকাশিত এসডিজি Mapping সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের আলোকে ২০২১ সালে তা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১২টি অভীষ্টের বিপরীতে ০৭টি লক্ষ্যমাত্রায় Lead, ০৩টিতে Co-lead এবং ৩০ টিতে Associate হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। SDG-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত একজন অতিরিক্ত সচিবকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

অভীষ্ট-১৪ (পানির নিচের জীবন) এর ৬টি লক্ষ্যমাত্রায় এবং অভীষ্ট-২ (খাদ্য নিরাপত্তা) এর ১টি সূচকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় লিড হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। বর্তমানে ০৩ টি লক্ষ্যমাত্রায় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে টার্গেট ১৪.২ এর মেটা ডাটা উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং বেইস লাইন ডাটা প্রণয়নের নিমিত্ত সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসে ইউএনডিপি এর সহযোগিতায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

ই-নথি ব্যবহারসহ সরকারি সেবা কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ই-ফাইলিং

দ্রুততম সময়ে নথি অনুমোদন, নথি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং পেপারলেস দপ্তর বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬০% কার্যক্রম ই-নথিতে নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া ই-ফাইলিং-এ প্রাপ্ত সকল পত্র ই-ফাইলিং-এ নিস্পত্তি করা হচ্ছে।

ই-প্রকিউরমেন্ট

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মার্চ/২০১৮ হতে ই-প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

দাপ্তরিক ই-মেইল সিস্টেম ডেভেলপ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ডোমেইন ওয়েবমেইল সার্ভিস চালু করেছে। ব্যবহারকারী ই-মেইল আইডি তৈরিসহ গ্রুপ মেইল প্রেরণের ব্যবস্থা আছে।

ওয়েব পোর্টাল

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর জাতীয় ওয়েবপোর্টালের সংগে সংযুক্ত হয়েছে। জনগণের সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি, অফিস আদেশ, আইন, বিধি ও নীতিমালা, বিভিন্ন ফরমসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

মাতৃভাষা বাংলায় ডোমেইন চালু

ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টাল সংযুক্ত করা হয়েছে। ইহা প্রচারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে পত্র প্রেরণ করে জানানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইস

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইস তথা পিডিএস প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএল গমনসহ যাবতীয় তথ্যাদি সহজেই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যাচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের অনলাইন আইসিটি সল্যুশন সিষ্টেম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল হতে প্রদেয় সার্ভিস সংক্রান্ত একটি ডাটাবেইস প্রস্তুত করা হয়েছে। খুব সহজেই কে কখন কি কাজ করেছে তা অবলোকন করতে পারে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

উদ্ভাবনী কার্যক্রম জনগণমূখী করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সকল তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ওয়েবসাইটে ইনোভেশন কর্ণারে নিয়মিতভাবে প্রদান করে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে।

উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম স্থাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ৯০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
	মৎস্য অধিদপ্তর	
১	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৪)	২৪৬.২৮
২	দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৪)	২০৭.৯৯
৩	গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫)	৬১.০৬
৪	Community based Climate Resilient Fisheries and Aquaculture Development in Bangladesh (জানুয়ারি/ ২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	৪৭.৯৭ (জিওবি ২.৫৫ এবং প্রঃসাঃ ৪৫.৪২)
৫	Technical Assistance to Reduce Food Loss in the Capture Fisheries Supply Chain. (জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	২.১২ (প্রঃসাঃ)
	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	
৬	কক্সবাজার জেলায় শুটকী প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি / ২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	১৯৮.৯৭
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	
৭	প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর (০১/০১/২০২১- ৩১/১২/২০২৪)	১১৮.১৩
৮	মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫)	৬৩.১৭

২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
	মৎস্য অধিদপ্তর	
১	রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)(জানুয়ারি, ২০১৫-জুন, ২০২১)	৮৬.৭৯
	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	
২	দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০২১)	৫৯.৭০
৩	হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৪-জুন, ২০২১)	৬৫.৫৮
	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)	
৪	বাংলাদেশে ঝিনুক শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন ও চাষ (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১)	১১.৩০
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	
৫	ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২১)	১৩০.০৫
৬	বাংলাদেশ ভেটেরিনারী পরিষেবাসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং নতুন আবির্ভাবযোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৬-জুন/ ২০২১)	১০৯.৭৬
	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)	
৭	ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২১)	৩৬.০২

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্লু-ইকোনমি রিপোর্ট

- গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর. ভি. মীন সন্ধানী" ক্রয়পূর্বক গত ২০-১২-২০১৬ হতে সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের জরিপ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত ৩১টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়। Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment ২০১৯ শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদন গত ডিসেম্বর ২০১৯ এ প্রকাশ করা হয়েছে। চলতি মৌসুমের পর পুণরায় প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হবে।
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে ১৩২টি প্রজাতি সীউইড সনাক্ত করা হয়েছে এবং Seaweeds of Bangladesh Coast শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

তাছাড়া, সীউইড চাষের কলাকৌশল, ব্যবহার ও বাণিজ্যিকীকরণের উপর গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। একই সাথে চাষী/উদ্যোক্তাকে কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর কলাপাড়াতে সীউইড চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের পটুয়াখালীস্থ কলাপাড়া উপকেন্দ্রে সীউইড প্রসেসিং ও active compounds পৃথকীরণের জন্য ১টি আধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে।

- বিএফআরআই কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ওয়েস্টারের Crassostrea Madrasensis প্রজাতি নিয়ে চাষ বিষয়ক গবেষণা শুরু করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট বিবরণী (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
সচিবালয়		
মোট পরিচালন	৪৭৯৯৯০৫	৪৭৬৬৫১৯
মোট উন্নয়ন	২৪০০০০	২৪০০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৫০৩৯৯০৫**	**৪৭৯০৫১৯**
মৎস্য অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	৩১৮৫১০০	৩০৩৭৮৭২
মোট উন্নয়ন	৫৩২০০০০	৪৭৬০৩০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৮৫০৫১০০**	**৭৭৯৮১৭২**
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	৬৯৩৮৯৫৩	৬৭৭৪৮৭৮
মোট উন্নয়ন	৯২৯৬৫০০	১৩৯৬৯৯০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১৬২৩৫৪৫৩**	**২০৭৪৪৭৭৮**
মেরিন ফিশারিজ একাডেমী		
মোট পরিচালন	৯৮৯০০	১২৮১২৭
মোট উন্নয়ন	০	০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৯৮৯০০**	**১২৮১২৭**
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর		
মোট পরিচালন	৪২৫০০	৩৯৩০০
মোট উন্নয়ন	০	০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৪২৫০০**	**৩৯৩০০**

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ		
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট পরিচালন	৩৪০০০০	৩৩৮৬৭৫
মোট উন্নয়ন	৮২৩৯০০	৬০৮০০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১১৬৩৯০০**	**৯৪৬৬৭৫**
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট পরিচালন	৩৯৩৪০০	৩৮১৩৫০
মোট উন্নয়ন	২২০০০০	১৭০৪০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬১৩৪০০**	**৫৫১৭৫০**
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল		
মোট পরিচালন	৯৬০০	৯২০০
মোট উন্নয়ন	৫০০০০	৫০০০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৫৯৬০০**	**৫৯২০০**
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন		
মোট পরিচালন	০	০
মোট উন্নয়ন	১৬৭৬০০	১৯৫৭০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১৬৭৬০০**	**১৯৫৭০০**
সর্বমোট পরিচালন	**১৫৮০৮৩৫৮**	**১৫৪৭৫৯২১**
সর্বমোট উন্নয়ন	**১৬১১৮০০০**	**১৯৭৭৮৩০০**
সর্ব মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৩,১৯,২৬,৩৪৮**	**৩,৫২,৫৪,২২১**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	
১	উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১)	৯৫.৩৪
২	আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ (০১/০১/২০১৯-৩০/১২/২০২১)	৪২.২২
৩	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৩)	৩৫২.০৩
৪	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৩)	৪২৮০.৩৬
৫	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম, ফেজ-২ (এনএটিপি-২) (প্রাণিসম্পদ অংগ) (০১/১০/২০১৫-৩০/০৯/২০২১)	৪৬০.৫৮
৬	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ১৬ - ডিসেম্বর, ২২)	৪৭১.৭৩
৭	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেল্‌থ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই, ১৯ থেকে জুন, ২৩)	৭৩.২৬
৮	মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-সেপ্টেম্বর, ২০২৩)	১৬২.৯৩
৯	প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৬ - ডিসেম্বর/২০)	১০৫.৬০
১০	বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানার মাষ্টার প্লান প্রণয়ন এবং অপরিহার্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ১৮-জুন ২১)	৩৪.০২
১১	পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (০১/০৬/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২২)	৩৪৫.০৩
১২	ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ১৮-ডিসেম্বর, ২০২১)	৪১.৪৩
১৩	ইনষ্টিটিউট অব লাইভষ্টক সাইন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ১৪-জুন,২১)	২৩০.০৪

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	
১৪	সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম এবং বরিশাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০-ডিসেম্বর, ২০২২)	১৯১.৩৮
১৫	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২২০.৫৯
১৬	"বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পরিষেবাসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং নতুন আবির্ভাবযোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন" (জুলাই/১৬ -সেপ্টেম্বর/২০)	১০৯.৭৬
১৭	Preventing Anthrax and Rabies in Bangladesh by Enhancing Surveillance and Response প্রকল্প (মে ১৮-সেপ্টেম্বর,২০)	৮.৩৮
১৮	উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (মার্চ/২০-জুন/২৩)	১২৮.৯৬
১৯	হাওড় অঞ্চলের সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (মার্চ/২০-জুন/২৩)	১১৮.১৩
	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই)	
১	ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প, (জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২১)	৩৬.০২
২	বাংলাদেশে GHSA এর লক্ষ্যে অর্জনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং জুনোসিস প্রতিরোধ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১৭-সেপ্টেম্বর, ২০)	৮.৮২
৩	ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ১৯-জুন,২২)	৩১.৩২
৪	পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প, (জানুয়ারি ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২৩)	১২৩.৩৫
৫	রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২১)	৩৪.৪২
৬	জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প, (জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪)	১৫০.৪২
৭	মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৯-জুন/২৪)	৬৩.১৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	
১	"আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিলের ভবন নির্মাণ" প্রকল্প (জানুয়ারি, ১৮-ডিসেম্বর, ২০)	১৫.১৬
	মৎস্য অধিদপ্তর	
১	সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	১৮৬৮.৮৬
২	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত) (০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২)	৪০৯.০০
৩	রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/ ২০১৫-ডিসেম্বর /২০২০)	৮৬.৭৯
৪	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন (১ম সংশোধিত (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১)	২১১.৩১
৫	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২য় পর্যায়) (০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০২২)	৩৭৮.৩৮
৬	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ২য় পর্যায় (এনএটিপি-২) (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) (০১/০১/২০১৫- ০১/০৯/২০২১)	৩৮৮.২৮
৭	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৯ -৩১/১২/২০২২)	৪৭.৪৭
৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০-জুন/২৪)	১১৮.২৮
৯	গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (জুলাই/২০-ডিসেম্বর/২৩)	৬১.০৬
	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএফআরআই)	
১	বাংলাদেশে উপকূলীয় সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা (জানুয়ারি/১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	১৬.৮৬
২	সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২১)	৪৯.৩১
৩	বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২১)	১১.৩০
৪	চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্র ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০১/২০১৭- ৩০/০৬/২০২১)	৩৮.৫৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
	বিএফডিসি	
১	হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল/২০১৪-জুন/২০২১)	৬৫.৫৮
২	দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২১)	৫৯.৭০
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	
১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২)	১৫.৭৪
	মোট = ৪৩টি প্রকল্প	

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প
বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভায় সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী

সমযোতা স্মারক ও অন্যান্য: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সহযোগিতায় নিমিত্ত বিভিন্ন দেশের সাথে সমযোতা স্মারক স্বাক্ষরসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। নিম্নে এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	গৃহীত কার্যক্রম
১	বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) নির্দেশিকা অনুমোদন।
২	বাংলাদেশ-মালদ্বীপের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৩	বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড এর মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারকের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪	ন্যাশনাল রেসিডেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে।
৫	চীনে জীবন্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির জন্য ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভূক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৬	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে হিমায়িত মৎস্য পণ্য সরাসরি রান্নার উপযোগী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বিধিমালা ২০০৮ এর ধারা ১৪(১) অনুসারে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
৭	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষনা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল রুই-কে বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'সুবর্ণ রুই' নামকরণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার মৎস্য ও
প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৮টি	৫২৭ জন

২০২০-২১ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ হিসেবে ০১-০৯ম গ্রেডভুক্ত ৩৬ জন কর্মচারিকে ৭টি ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণে মোট ২৩৫২ জনঘন্টা (৭০ জনঘন্টা/প্রশিক্ষণার্থী), ১০ম গ্রেডভুক্ত ২০ জন কর্মচারিকে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণে মোট ১৪০৮ জনঘন্টা (৭০ জনঘন্টা/প্রশিক্ষণার্থী), ১১-১৬তম গ্রেডভুক্ত ২৭ জন কর্মচারিকে ৪টি ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণে মোট ১৫৯০ জনঘন্টা (৫৯ জনঘন্টা/প্রশিক্ষণার্থী) এবং ১৭-২০ গ্রেডভুক্ত ২৪ জন কর্মচারিকে ৪টি ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণে ১৪৪০ জনঘন্টা (৬০ জনঘন্টা/প্রশিক্ষণার্থী) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মচারি এবং ১১-১৬তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারিদের জন্য ২টি সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য কোন কর্মকর্তা বিদেশ গমণ করেন নাই।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্দন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
৬টি	৬৩ জন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনক।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

এ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং আবশ্যিকভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও এ বছর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্তদের ০১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থসহ সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
www.fisheries.gov.bd

ভূমিকা

- বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অনুধাবন করেই স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এক জনসভায় ঘোষণা দিয়েছিলেন 'মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ'।

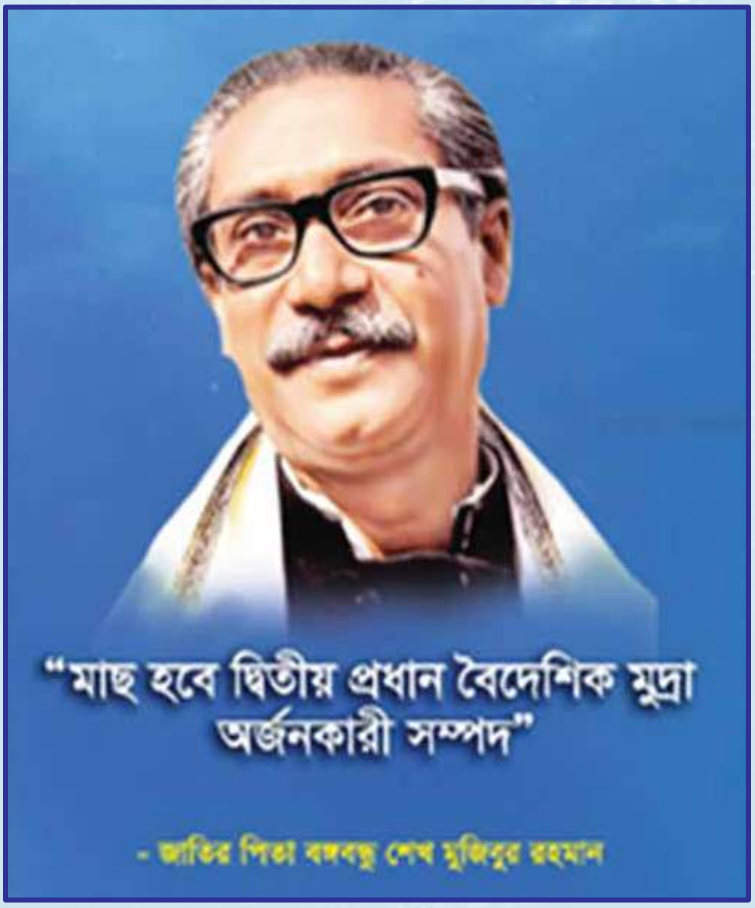

- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

- বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণের ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং গতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় মৎস্যখাতও একটি অংশীদার।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বঙ্গভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

রূপকল্প (Vision)

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র্য মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives)

- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

- মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; এবং
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্যচাষির পুকুর পরিদর্শন;
- মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ;
- মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা;
- মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহকে লাইসেন্সিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
- আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষণ;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান;
- মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা;
- পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; এবং
- লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ।

জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম - ৯ম	৯৪৪	৬৯২	
০২.	১০ম	৩২৪	৩৪১	
০৩.	১১তম - ১৬তম	১৬২২	৪৯০	
০৪.	১৭তম - ২০তম	১২১১	৩২৪	
	সর্বমোট:	**৪১০১**	**১৮৪৭**	

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
মোট পরিচালন	৩১৮৫১০০	৩০৩৭৮৭২
মোট উন্নয়ন	৫৩২০০০০	৪৭৬০৩০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৮৫০৫১০০**	**৭৭৯৮১৭২**

২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর নানাবিধ কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে;
- মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৫.০৩ লক্ষ মে.টন; যা ২০০৮-০৯ সালের মোট উৎপাদনের (২৭.০১ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৬৬.৭২ শতাংশ বেশি; ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন।
- ৩৭ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ছয় গুণের অধিক, মাথা পিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস ২০১৬);

উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং বিগত ১০ বছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি বিশেষ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১২তম স্থান অধিকার করেছে।

- দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫২ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপি'র ২৬.৩৭ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি আয়ের ১.৩৯ শতাংশ মৎস্যখাতের অবদান। মৎস্য খাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬.১০ শতাংশ। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০)।

বিগত ৩৭ বছরে খাতওয়ারী মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (লক্ষ মে.টন)

- দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ১৯৫ লক্ষ বা ১২ শতাংশের অধিক লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে।
- বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম; তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।
- বর্তমান সরকারের বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কৈ, পাবদা, গুলশা ও শিং-মাগুর মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।
- ২০২০ সালে ০৩টি এসপিএফ হ্যাচারি হতে ৪১.৫৮২ কোটি এসপিএফ (Specific Pathogen Free) বাগদা চিংড়ির পিএল চাষির খামারে সরবরাহ এবং নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

২. ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

- ইলিশ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে বিশেষ ভাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

◆ **সরকার ইলিশসম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে**

১. জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান;

২. জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ;

৩. নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;

মা ইলিশ সংরক্ষণে পরিচালিত বিশেষ অভিযান

৪. মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহন ও মজুদ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন;

৫. প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন এবং

৬. জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা।

মা ইলিশ সংরক্ষণে পরিচালিত বিশেষ অভিযান

- উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে (৫.৫০ লক্ষ মে.টন) ইলিশের উৎপাদন হয়েছে; যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের (২.৯৯ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৮৩.৯৫ শতাংশ বেশি।

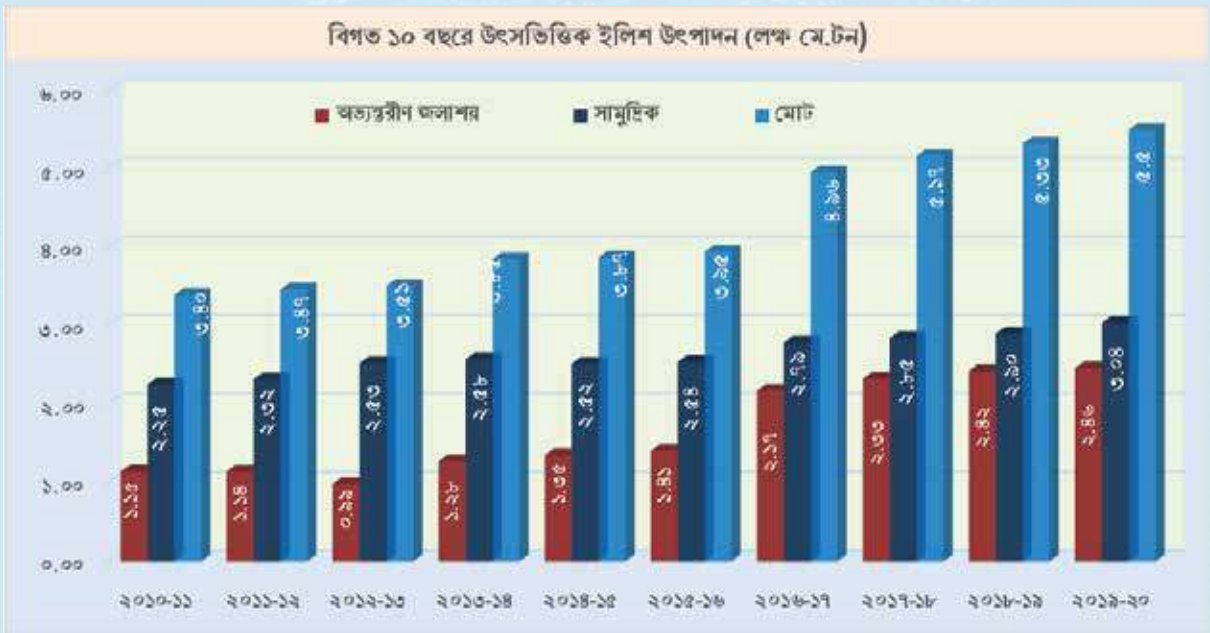

বিগত ১০ বছরে উৎসভিত্তিক ইলিশ উৎপাদন

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে চার মাসে ২০টি জেলার ৯৮ উপজেলার জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩,৭৩,৯৯৬টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৫৬,২২৪.৮৮ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪,১১,৪০৭.৪৮ মে.টন চালসহ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়েও ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৬টি জেলার ১৫২টি উপজেলার ৫,২৮,৩৪২টি জেলে পরিবারকে ১০,৫৬৬.৮৪ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে ২০১৫-১৬ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ছয় বছরে মোট ৫৬৫৪৭.৭০ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২১ সালে ১৭টি জেলায় বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনায় ৪৯২টি মোবাইল কোর্ট ও ১৬৮১টি অভিযানের মাধ্যমে ২৪৪৮টি ক্ষতিকর বেহুন্দী জাল, ২৭৪.১৮ লক্ষ মিটার কারেন্ট জালসহ ৩২৫৫টি অন্যান্য জাল আটক করা হয়েছে। সেই সাথে ৪৫.৯৫ মে.টন জাটকা ও অন্যান্য মাছ জব্দ করা হয়।
- জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প হতে ১২টি উপজেলায় মোট ১৬০টি জেলে পরিবারকে বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ সহায়তা এবং বিতরণকৃত উপকরণসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে ১০০ জন সুফলভোগী জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত হাতে কলমে ট্রেডভিত্তিক ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান

৩. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ

- নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করা মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট। এ লক্ষ্যে বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAP) এবং Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ সহজতর হচ্ছে। এছাড়া গুণগত মানসম্মত পোনা উৎপাদনের জন্য মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের Traceability সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬৫১টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ই-ট্রেসেবিলিটি কার্যক্রম পাইলটিং করা হচ্ছে।

মৎস্য পণ্য প্রক্রিয়াকরণ

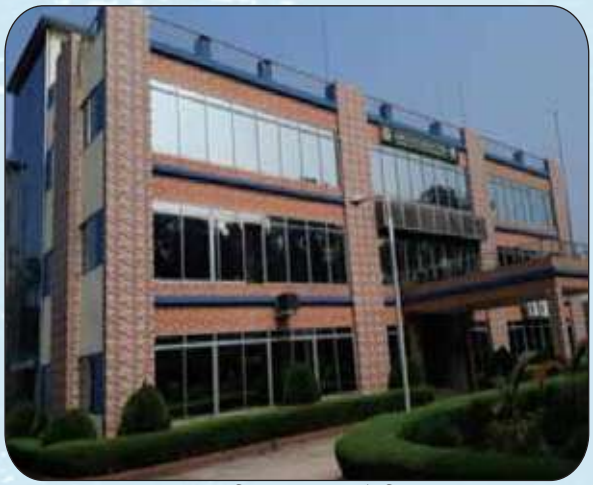

মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি

- Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০' শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিগত ৮ জুলাই ২০২০ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হবার পর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (এসওপি) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবয়িত হচ্ছে।
- মৎস্য হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছচাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনা কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত 'Fish and Fishery Products Official Control Protocol' অনুসরণ করা হচ্ছে।
- মাছের আহরনোত্তর সাপ্লাই চেইন স্থাপনা (আড়ত, ডিপো, বরফ কল), প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনা পরীক্ষণ করে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ জারি করে রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য ও চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- চীন, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াতে মৎস্য রপ্তানির জন্য স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ আমদানিকারক দেশের চাহিদামত হালনাগাদ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মাছ রপ্তানিতে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম হতে IUU সনদ প্রদান করা হচ্ছে।
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণার্থে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্যান (National Residue Control Plan- NRCP) প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে।
- মৎস্যচাষে ব্যবহৃত মৎস্য খাদ্যে কোন রেসিডিউ আছে কিনা তা পরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন মৎস্যখাদ্য কারখানা ও চাষি পর্যায়ে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকায়ন এর ফলে দেশের ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহের পাশাপাশি বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।
- উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণের ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬,৫৯১.৬৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৪০৮৮.৯৬ কোটি টাকা।

বিগত ২১ বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি ও আয়

৪. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে।
- বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই এসপিএফ বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে পিএল উৎপাদন প্রবর্তিত হয়েছে। এসপিএফ হ্যাচারির কার্যক্রমের আওতায় ২০১৫ সালে এসপিএফ পিএল উৎপাদন ৩.১ কোটি থেকে ২০২০ সালে ৪১.৫৮২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে এবং চাষি পর্যায়ে তা সরবরাহ করা হয়েছে।

- সারাদেশে গলদা ও বাগদা চিংড়ির একক/মিশ্রচাষ সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে চাষযোগ্য পোনা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে গলদা ও বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। এসব হ্যাচারি থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৯৫.৩১ কোটি চিংড়ির পিএল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।
- জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ এর আওতায় চাহিদার নিরিখে সময়োপযোগী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৪১,২৮১ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০,০৩৬.১৮ মে.টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে ৩৪৭.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় যার বাজারমূল্য ২,৯৪৮.৯৪ কোটি টাকা) অর্জিত হয়েছে।

রপ্তানিযোগ্য বাগদা চিংড়ি

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০৬১৫.১৪ মে.টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে ৩২২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় যার বাজারমূল্য ২৭৩০.৫৬ কোটি টাকা) অর্জিত হয়েছে।

বিগত ১৮ বছরে চিংড়ি উৎপাদনের ক্রমধারা

৫. ব্লু-ইকোনমি এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

- সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশাল জলরাশি হতে স্থায়িত্বশীলভাবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী সুনির্দিষ্ট র্কমপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি (SDGs) এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-৩০ সাল পর্যন্ত হালনাগাদ করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- Marine Fisheries Ordinance, 1983 রহিতক্রমে এর বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০' শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিগত ২৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে তা গেজেটে প্রকাশিত হয়।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সহায়তায় বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক Support to countries to address Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing নামে Technical Cooperation Project (TCP) বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ প্রকল্পের মাধ্যমে IUU Fishing রোধে National Plan of Action (NPOA)-এর খসড়া প্রণয়ন করে তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরণের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত রুলের আওতায় ২০১৫ সাল হতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে নিষিদ্ধকালীন মোট ৬৫ দিনের জন্য ১৪টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় মোট ২,৯৯,১৩৫টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৫,৬৯৫.৩৭ মে.টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গেজেট

'সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০' সম্পর্কিত গেজেট

- গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৩১টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

- বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯ সাল হতে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে একটি মেগা প্রকল্প 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া ৬১০৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি অনুদান) ব্যয়ে "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" কর্তৃক ক্রুজ পরিচালনা

৬. বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম

- উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৩৭৭টি উপজেলায় ১৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩৩টি এবং উন্নয়ন প্রকল্প হতে ৪৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।

- উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অদ্যাবধি ২৩৮.৫৪ মে.ট পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ছিল রাজস্ব খাতে ৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পে ৬০.২১ লক্ষ টাকা।

উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ

বিল নার্সারি কার্যক্রম

৭. মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

- দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধ ও প্রাচুর্য রক্ষার্থে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত অভয়াশ্রমসমূহ রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় ব্যবস্থাপনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশী মাছের পোনা অবমুক্তির ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম

৮. মৎস্য সম্পর্কিত আইন বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও আইন বাস্তবায়ন

- মৎস্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সরকার ইতোমধ্যেই বেশকিছু নীতি, আইন, বিধিমালা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
- তন্মধ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১; সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯; জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১৮, সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ অন্যতম।

৯. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন

- জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিগত ১২ বছরে (২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১ খ্রি.) প্রায় ৫ হাজার ৩৭ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে।
- এসব জলাশয় উন্নয়নের ফলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

উন্নয়নকৃত মৎস্য আবাসস্থল

১০. কভিডকালীন মৎস্য সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন ও অর্থনীতিকে সুসংহত রাখতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- **অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন:** করোনাকালীন মৎস্য উৎপাদন, সরবরাহ ও রপ্তানি অব্যাহত রাখার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা আয়োজন এবং গৃহীত সুপারিশসমূহ যথারীতি বাস্তবায়ন করা হয়।
- **মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত আদেশ মাঠ পর্যায়ে প্রতিপালন:** মাছ উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জামাদিসহ মাছ, মাছের পোনা ও মৎস্য খাদ্য সরকার ঘোষিত ছুটিকালীন সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন, পরিবহনসহ বিপণন সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত আদেশ প্রতিপালন করা হয়। পরিবহনযানে পরিবহনের উদ্দেশ্য সম্বলিত স্টিকার/ব্যানার যথাযথভাবে প্রদর্শন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- **মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু রাখার নির্দেশনা জারি:** বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী বিস্তারের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি অব্যাহত রাখার স্বার্থে ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষণ, কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন, সার্টিফিকেশনকে জরুরি সেবা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ চালু রাখা হয়।
- **নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা:** করোনা সংকটেও মৎস্য উৎপাদন, সরবরাহ, বিপণন ও রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা এবং হটলাইনের মাধ্যমে করোনাকালীন সেবা প্রদান করা হয়।

- **মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র/গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে মাছ বিক্রয়:** ২৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র/ গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে ৩৭৩০২.৭১৪ মে.টন মাছ বিক্রয় করা হয় যার মোট বাজার মূল্য ৮৩০ কোটি ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ।

ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয়

- **করোনা সংক্রমণ জনিত অবস্থায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ:** দেশের জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরসমূহ তাদের ফেসবুক পেজ ও অন্যান্য ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমে online fish marketing এর ওপর মাছ বিপণনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে মাছ বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রেখেছে ।

ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচার

এ লক্ষ্যে এনএটিপি প্রকল্প হতে সারাদেশে প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) গঠন করা হয়েছে । সাপ্লাই চেইন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্পের আওতায় এনজিও এবং পিও ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপক ও মার্কেটিং ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে । করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে অনলাইনে মৎস্যচাষিদের বাজারজাতকরণ সমস্যা দূরীকরণে ২৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি ৪০৪.৫৭১ মে.টন মাছ বাজারজাত করা হয় যার বাজারমূল্য ৭৫১.৫৯ লক্ষ টাকা ।

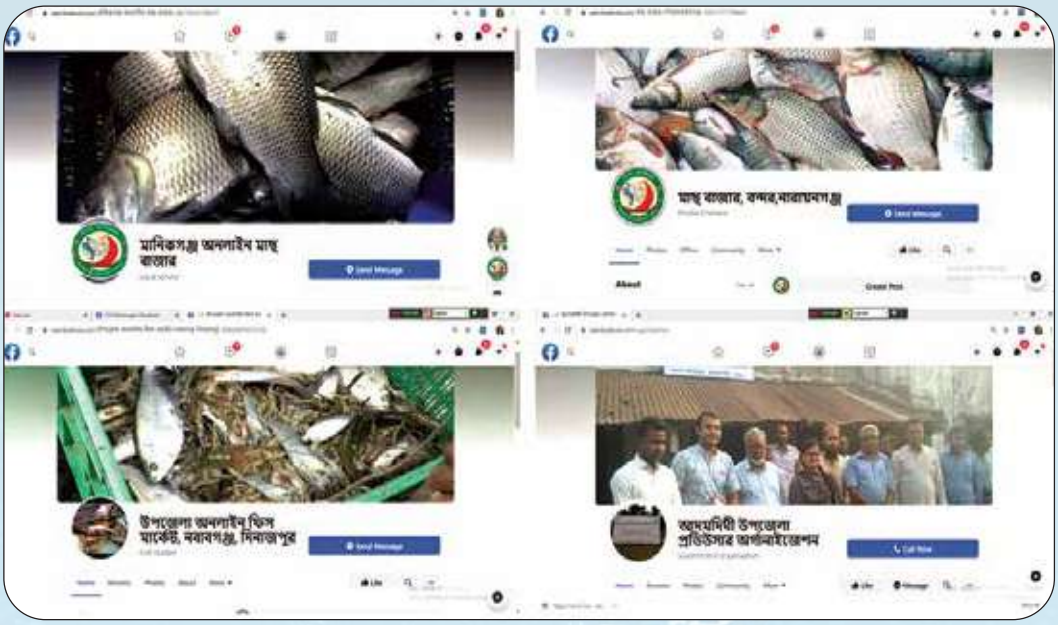

অনলাইনে মাছ বিক্রির প্লাটফর্ম

- **মৎস্য চাষিদের মাছ বাজারজাতকরণ গতিশীল করতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণের সাথে মাছ বিতরণ:** করোনা পরিস্থিতিতে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্য সংকট তৈরি হয়েছে তার নির্মম শিকার হচ্ছেন দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও চাকরি হারানো জনগোষ্ঠী । শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থায় বেঁচে থাকাই যেখানে চ্যালেঞ্জ সেখানে পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ত্রাণের উপকরণ হিসাবে মাছ অন্তর্ভুক্ত করে বিতরণ করা হয়েছে । মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় উদ্যোক্তা, মাছ ব্যবসায়ী, খামার মালিকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ত্রাণ হিসাবে মাছ বিতরণে উৎসাহিত করছেন । ২৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি ৬১৬৮ কেজি মাছ ৪৭৫২ জন দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণের সাথে বিতরণ করা হয় ।

কভিড কালে ত্রাণ হিসেবে মাছ বিতরণ

- **মৎস্যচাষি/মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা/হ্যাচারি মালিকসহ মৎস্যখাতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্রদান:** কোভিডকালীন কৃষিখাতে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত ৫০০০ কোটি টাকা প্রণোদনার মধ্যে মৎস্যখাতে ৩১ জুলাই ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৬৪৩৮ জন মৎস্য চাষিকে মোট ১৫৩.৭২ কোটি টাকা প্রণোদনা (৪% সুদসহ ঋণ) প্রদান করা হয়েছে।
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য খামারীদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ৭৭৮২৬ জন খামারিকে ৯৯ কোটি ৭০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠান

- **মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট ফিসারিজ এন্ড অ্যাকোয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণোদনা প্রদান:** মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট ফিসারিজ এন্ড অ্যাকোয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাওরাঞ্চলের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর, নাসিরনগর ও জুরি উপজেলার ৬০০ জন মৎস্যচাষীকে জরুরি সহায়তা হিসেবে জন প্রতি ১০০ কেজি হারে মোট ২৩,১০,০০০ টাকা সমমূল্যের মৎস্যখাদ্য (প্যাকেট-জাত) বিতরণ করা হয়। এছাড়াও উল্লিখিত উপজেলার জেলে পরিবারের ৪০০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণসহ জন প্রতি ১০০০ টাকা মূল্যের পুষ্টি উপকরণ (মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি) বিতরণ করা হয়।

জরুরি মৎস্যখাদ্য সহায়তা প্রদান

এছাড়াও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোস্টাল এলাকায় ৩টি জেলার ৫টি উপজেলায় ৪৫০ জন সুফলভোগীকে (১০০জন/উপজেলা) জনপ্রতি ১০০ কেজি হারে ২৯,৩০,০০০ টাকা সমমূল্যের চিংড়ি খাদ্য (প্যাকেট-জাত) এবং ৫০ জন সুফলভোগীকে জন প্রতি ১০০টি করে কাঁকড়ার খাঁচা বাবদ মোট ৩,৬০,০০ টাকা এবং ৫০০ জন বিধবা, গর্ভবতী/ল্যাকটেটিং মায়েদের জন্য পুষ্টি সহায়তা হিসেবে ১০০০ টাকা সমমূল্যের পণ্য (মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি) জরুরি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সহায়তাপ্রাপ্ত উক্ত ১০০০ জনকে মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টি সহায়তা বাবদ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের আওতায় ১,৩৪,২৫৩ (রাজস্ব-৪১,৫৯৩ জন+প্রকল্প-৯২,৬৬০ জন) জন মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি ও এনজিও কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও মুজিব বর্ষে বিশেষ কর্মসূচি

১. আদর্শ মৎস্য গ্রাম প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ সেবা

- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২০২০ সালকে মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের বিশেষ অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া ও শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার হালইসার গ্রামকে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক "ফিশার ভিলেজ"/ "মৎস্য গ্রাম" হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর আওতায় মৎস্য চাষ, কৃষি নির্ভর শিল্প, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষির বহুমুখীকরণ ও বাজার ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবনমান উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গ্রামের সকল পুকুর, দিঘিতে বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ; মাছচাষিদের দল গঠন, প্রশিক্ষণ, প্যাকেজ ভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষ প্রদর্শনী; জেলেদের দল গঠন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও ঋণ সহায়তা প্রদান; উন্মুক্ত জলাশয়ে (বিল ও প্লাবনভূমিতে) সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা দল গঠন, বিল নার্সারি স্থাপন, পোনা অবমুক্তি; জলাশয় সংস্কার ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন; কমিউনিটি সঞ্চয় দল গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায় গভীর নলকূপ স্থাপন; যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তা নির্মাণ; বৃক্ষ রোপন; সুফলভোগীদের হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর চিকিৎসা ব্যবস্থা;

গ্রামের অধিবাসীদের সন্তানদের শতভাগ শিক্ষা কর্মসূচী নিশ্চিতকরণ ও অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ। উল্লেখ্য, অধিকাংশ কার্যক্রম ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। "ফিশার ভিলেজ"/"মৎস্য গ্রাম" হবে একটি আদর্শ গ্রাম, যে গ্রামের সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্য অন্যান্য গ্রামের জন্য অনুকরণীয় হবে।

আদর্শ মৎস্য গ্রামে সম্পাদিত কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

২. মুজিববর্ষে বিশেষ কর্মসূচি

- মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিশেষ মৎস্যসেবা প্রদানের আওতায় প্রতি মাসে প্রতি উপজেলার প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি সেবা প্রদান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ সেবার আওতায় পানির নমুনা পরীক্ষা, মাঠ পর্যায়ে প্যাকেজ ভিত্তিক মৎস্য চাষি প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৎস্য বিষয়ক অ্যাপস্ অবহিতকরণ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ সেবা কর্মসূচি বছরব্যাপী পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে।
- মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.fisheries.gov.bd) জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে "মুজিববর্ষ ২০২০" শীর্ষক একটি আইকন/উইনডো সংযোজন করা হয়েছে।
- এছাড়া, নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মুজিববর্ষে মৎস্য আইন বাস্তবায়ন, পোনামাছ অবমুক্তিসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করা হয়।

মুজিববর্ষে সম্পাদিত কার্যক্রম

৩. মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর নিজস্ব অর্থায়নে ঘর প্রদান

মুজিব শতবর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহহীনদের ঘর তৈরী করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মহৎ উদ্যোগের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ নিজস্ব অর্থায়নে রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার বাঁকড়া এলাকার মিলিকলক্ষীপুর গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে জনাব আব্দুল মতিনকে একটি বাড়ি উপহার দিয়েছেন। উল্লেখ্য হতদরিদ্র জনাব আব্দুল মতিন একজন দিনমজুর।

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ঘর প্রদান

৪. বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে। হালদা নদী রক্ষায় টেকসই ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিগত ২০১১ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত দশ বছরে হালদা নদী হতে মোট ৪১৫৫.২২ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ মানের রেনু উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১ সালে হালদা নদী হতে ৮৫৮০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে এবং উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ ১০৫.৭২৫ কেজি। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প' চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উল্লেযোগ্য কার্যক্রম

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪ এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত অগ্রগতি অর্জন করেছে:
- মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়নের কর্মপন্থা Plan of Action (PoA) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় (Align) করে এসডিজি (SDG) কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে।
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গভীর সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট মেরিন রিজার্ভ এবং বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭৩৮ বর্গ কিমি সংরক্ষিত এলাকাসহ সর্বমোট ২,৪৩৬ বর্গ কিমি এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি) ২.০৫%; সম্প্রতি নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ৩,১৮৮ বর্গ কিমি এলাকাকে এমপিএ/ মেরিন রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করায় মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ হয়েছে ৫,৬২৪ (২,৪৩৬ বর্গ কি.মি+৩,১৮৮ বর্গ কি.মি) বর্গকিলোমিটার যা মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি) ৪.৭৩%-এ উন্নীত হয়েছে।
- সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারে ব্যবহৃত জালের মেশ সাইজ এবং কড এণ্ডের মেশ সাইজ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একটি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট পরিচালিত হচ্ছে। আরো ১৬টি চেকপোস্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় এনে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে অর্জন শতকরা ৯৮.৮৮ ভাগ। তন্মধ্যে কৌশলগত কার্যক্রমের ২৭ টিতে শতভাগ অর্জিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এর বিপরীতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১৯ টি, সামুদ্রিক মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট ৫টি কার্যক্রমসহ মোট ৩০টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সকলের সম্মলিত প্রয়াস ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ অর্জন হবে বলে আশা করা যায়।

মৎস্য অধিদপ্তরের সংঙ্গে অধীনস্থ দপ্তরসমূহের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

মৎস্য অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এর অডিট শাখা এবং কল্যাণ শাখা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের পেনশনারদের ধারাবাহিক চাকুরি বিবরণী অনুযায়ী অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধন করে থাকে। ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৫৪৮টি, মোট টাকার পরিমাণ ২৬৯.০৬ কোটি টাকা এবং ব্রডশিটে প্রেরিত জবাবের সংখ্যা ১০৯ টি। ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত অডিট নিষ্পত্তির সংখ্যা ১৩৬ টি।

আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম ও ইনোভেশন

১. ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

- ই-রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থাপনা;
- জেলেদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রদান;
- ই-নথি ব্যবস্থাপনা;
- ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- ই-প্রকিউরমেন্ট/ ই-জিপি;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ই-বুক প্রস্তুত এবং ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন;
- অটোমেটেড হাজিরা সিস্টেম প্রচলন;
- পারসোনেল ডেটা শীট সিস্টেম প্রচলন;
- ভিডিও কনফারেন্সিং স্থাপন;
- দাপ্তরিক ই-মেইল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট;
- ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ;
- ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মিটিং ও ওয়েবিনার আয়োজন।

২. মৎস্যখাত সংক্রান্ত ইনোভেশন

বিশ্বায়নের প্রভাব ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষতার কারণে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। জনগণের জীবনযাত্রার মান আরো উন্নত ও সহজ হয়েছে। সুশাসনে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া নাগরিক সম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা-কে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশের সরকারি কর্মক্ষেত্রে ধারণাটি নতুন হওয়া সত্ত্বেও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধারণাটি ছড়িয়ে দেয়া ও উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান ও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের সকল প্রকার সহযোগিতার নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এতে ১৬টি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত মোট ৩৩ টি কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়কসহ পরিকল্পনা করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায় থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৬ টি উদ্ভাবনী আইডিয়া/ ধারণা পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহের মধ্যে ১২ টি পাইলটিং, ১ টি রেপিকেটিং, ১ টি স্কেল-আপ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২২ জন উদ্ভাবককে ইনোভেশন ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। তন্মোধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০টি ইনোভেশন উদ্যোগ/প্রকল্পকে ইনোভেশন ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত শোকেসিং এ মৎস্য অধিদপ্তরের ৮টি উদ্যোগ প্রদর্শন করা হয়েছে। সেবা সহজিকরণ ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন এ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উদ্ভাবকগণকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ইনোভেশন নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম এর আয়োজন করা হয়েছে।

৩. মোবাইল অ্যাপস্ সম্পর্কিত তথ্যাদি

মৎস্য অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ৪ টি মোবাইল অ্যাপস্ এর মাধ্যমেও সেবা প্রদান করে থাকে।

ক) মৎস্য পরামর্শ / ফিস অ্যাডভাইস

মৎস্য অধিদপ্তর ও এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে Fish Advice/ মৎস্য পরামর্শ নামক একটি মোবাইল অ্যাপস্ প্রস্তুত করা হয়েছে। জনাব সাধন চন্দ্র সরকার, সহকারী পরিচালক, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক উদ্ভাবিত মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্যচাষি/ সুফলভোগী বিনা খরচে বিনা পরিশ্রমে সহজে ঘরে বসে মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি, রোগ বালাই ছবিসহ সমাধান ও মৎস্যচাষ বিষয়ক যাবতীয় পরামর্শ ও তাৎক্ষনিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে অ্যাপটি ৫০ হাজারের বেশী বার ডাউনলোড হয়েছে। অ্যাপস্টির আউটকাম স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৩ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে সারা দেশে সেবাটি চালু রয়েছে।

খ) মৎস্য চাষি বার্তা

মৎস্য অধিদপ্তর ও এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, উপপ্রকল্প পরিচালক, এসসিএমএফপি, বরিশাল কর্তৃক উদ্ভাবিত মোবাইল অ্যাপস্টি প্রান্তিক মৎস্য চাষির পরামর্শ প্রদানের প্রধান ও গতিশীল মাধ্যম এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি নতুন সংযোজন। ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে চাষিকে নিয়মিত ও জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা যায়। যেমন, ১. পুকুর প্রস্তুতির সময় ও পদ্ধতি ২. পোনা ছাড়ার সময় ৩. পোনার সংখ্যা ৪. ভাল পোনার গুরুত্ব ৫. সুস্থ পোনা চেনার উপায় ৬. ভাল পোনার উৎস ৭. খাদ্য ব্যবস্থাপনা ৮. রোগ প্রতিরোধে করণীয় ৯. মাছ বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় ইত্যাদি বিষয় ছোট ছোট মোবাইল বার্তার মাধ্যমে চাষিকে অগ্রিম/চলতি পরামর্শ দেয়া যায়। অগ্রিম পরামর্শের ক্ষেত্রে বেশকিছু বার্তা টেমপ্লেট আকারে অ্যাপস্ এ সংরক্ষিত আছে যা অ্যাপস্ ব্যবহারকারী পরামর্শ বার্তা হিসেবে হুবহু বা পরিবর্ধন-পরিবর্তন করে পাঠাতে পারেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখে মৎস্য চাষি বার্তা মোবাইল অ্যাপস্টির শুভ উদ্বোধন করেন।

গ) ড. ফিশ

ড. ফিশ মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্য চাষিরা ভিডিও কলের মাধ্যমে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে পারবেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এ সেবাটি গ্রহণ করার জন্য চাষির কোন প্রকার ব্যয় হবে না। ইতিমধ্যে গুগল প্লে-স্টোরে অ্যাপস্টি আপলোড করা হয়েছে। অ্যাপসের ভৈরব ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় উক্ত পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে খুব শীঘ্রই সারাদেশে রেপ্লিকেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

ঘ) মৎস্য চাষি স্কুল

মৎস্য চাষি স্কুল অ্যাপসে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে পুকুর ব্যবস্থাপনা, পোনা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পুকুর প্রস্তুতি, চুন ও সার প্রয়োগ মাত্রা, বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগের নিয়ম ও মাত্রা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের পদ্ধতি, আগাছা পরিষ্কার করার পদ্ধতি, মাছের বিভিন রোগ ও তার প্রতিকার, চিংড়ি চাষ পদ্ধতি। এই অ্যাপসে্ অনলাইন চ্যাট সাপোর্ট সার্ভিস রয়েছে। কোন মৎস্য চাষি যদি মাছ চাষে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন তাহলে অনলাইন সাপোর্ট স্টাফ এর সাথে সরাসরি চ্যাট করতে পারবেন, অনলাইনে থাকাকালীন তাৎক্ষণিক চাষির প্রশ্নের উত্তর দেবেন। ই-মেইল এর মাধ্যমেও এসব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। অ্যাপটি উদ্ভাবন করেন জনাব মোঃ সামছু উদ্দিন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ অর্জিত হয়েছে। ৯২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিদপ্তরীয় সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৯৬% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ ভবনের নীচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

উপসংহার

জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মৎস্য সেক্টরে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত হবে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং বৃদ্ধি পাবে মৎস্যখাতে রপ্তানি আয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে প্রিয় বাংলাদেশ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
www.dls.gov.bd

ভূমিকা
বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিকশিত স্মৃতি শক্তি ও উন্নত মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা-এর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮০% এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০,৩০১.৩ কোটি টাকা (বিবিএস, ২০২১)। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.১০%। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। সর্বোপরি, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তার বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্যে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)
সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)
প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives)
- গবাদিপশু পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- গবাদিপশু পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গবাদিপশু পাখির জাত উন্নয়ন এবং কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- গবাদিপশু পাখির পুষ্টি ও পশুখাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত খাদ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজনে উদ্যোক্তা তৈরি;
- Good Agricultural Practices (GAP)/Good Laboratory Practices (GLP) প্রচলনের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন;
- দেশীয় প্রজাতির কৌলিক মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার চাহিদা নিরূপণ ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও সেক্টরাল কর্ম-কৌশলের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন।

জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম - ৯ম	১২৭৯	৮১৪	
০২.	১০ম	২০	৭৪	
০৩.	১১তম - ১৬তম	৩৮৩৭	৩৮০৩	
০৪.	১৭তম - ২০তম	২০৮৮	৮২৬	
	সর্বমোট:	**৭২২৪**	**৫৫১৭**	

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
মোট পরিচালন	৬৯৩৮৯৫৩	৬৭৭৪৮৭৮
মোট উন্নয়ন	৯২৯৬৫০০	১৩৯৬৯৯০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১৬২৩৫৪৫৩**	**২০৭৪৪৭৭৮**

২০২০-২১ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বর্ণনাঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো

১. দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি

ক. দুধ উৎপাদন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল মিল্ক ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুদুর প্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ বছরে দুগ্ধ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সাসটেইনেবিলিটি ইন দ্য ডেইরি সেক্টর উইথ মেসেজ অ্যারাউন্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট নিউট্রিশন অ্যান্ড সোসিও ইকোনোমিকস্"। দিবসটির অংশ হিসেবে এ বছর ১-৭ জুন দুগ্ধ সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে (৪২৮০ কোটি টাকা) "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, পশু বীমা চালুকরণ এবং দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের ভোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাছাড়া, ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম দেশব্যাপী চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ১১৯.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৯৩.৩৮ মিলি /দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

খ. মাংস উৎপাদন

বাংলাদেশ বর্তমানে মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৮৪.৪০ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে কোরবানির গবাদিপশু আমদানির প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহিত, যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-উল-আযহার গবাদিপশুর হাটগুলোতে যেখানে শতভাগ দেশী গরুতে বদলে গেছে গবাদিপশুর হাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। গত ৪ (চার) বছর নাগাদ দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দ্বারা কোরবানির চাহিদা পূরণ হয়েছে। বিগত ঈদুল আযহা/ ২০২১ উপলক্ষ্যে কোরবানিযোগ্য মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ১৯ লাখ ১৬ হাজার ৭০০ এবং কোরবানিকৃত গবাদিপশু ছিল ৯০ লক্ষ ৯৩ হাজার।

তাই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এ-বছর কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর প্রায় ২৮ লক্ষ উদ্বৃত্ত ছিল। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন সম্প্রসারণ, ভেড়া পালন এবং ব্যাপকভাবে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে মাংসের চাহিদা শতভাগ পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির সুদূর প্রসারী উদ্যোগ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গ্রহণ করেছে।

দেশব্যাপী আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ

গ. ডিম উৎপাদনঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন ছিল মোট ২০৫৭.৬৪ কোটি এবং অব্যাহত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১২১.১৮ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত ৯ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে "প্রতিদিনই ডিম খাই, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই" প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সর্ম্পকে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করে আসছে। সরকারি হাঁস-মুরগির খামারে দেশের আবহাওয়া উপযোগী হাঁস-মুরগির বিশুদ্ধ জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকল্পে সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর					
প্রাণিজাত পণ্য	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
দুধ (লাখ মেট্রিক টন)	৯২.৮৩	৯৪.০৬	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫
মাংস (লাখ মেট্রিক টন)	৭১.৫৪	৭২.৬০	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০
ডিম (কোটি)	১৪৯৩.৩১	১৫৫২.০০	১৭১১.০০	১৭৩৬	২০৫৭.৬৪

প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর					
প্রাণিজাত পণ্য	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
দুধ (মিলি/জন/দিন)	১৫৭.৯৭	১৫৮.১৯	১৬৫.০৭	১৭৫.৬৩	১৯৩.৩৮
মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	১২১.৭৪	১২২.১০	১২৪.৯৯	১২৬.২০	১৩৬.১৮
ডিম (টি/জন/বছর)	৯২.৭৫	৯৫.২৭	১০৩.৮৯	১০৪.২৩	১২১.১৮

"প্রতিদিন ডিম খাই, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই"
প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত বিশ্ব ডিম দিবস ২০২০ এর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

২. করোনাকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- সম্প্রতি কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন খামারিদেরকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবেলায় ৬ লক্ষ ২০ হাজার খামারির মাঝে ৭৪৬ কোটি টাকা বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, প্রথম ধাপে ফেব্রুয়ারি/২০২১-তে মোট ৪ লক্ষ ২ হাজার খামারির মাঝে সর্বমোট ৪৬৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং জুন/২০২১ দ্বিতীয় ধাপে ১ লাখ ৭৯ হাজার ২১ জন খামারিকে ২১৬ কোটি ৮৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠান

- মহামারী করোনার ক্রান্তি কালীন সময়ে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সকলের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করা হয়েছে। লকডাউন অবস্থায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমান বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে গত ২৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ২৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৬১২৭ কোটি টাকা মূল্যের খামারিদের উৎপাদিত পণ্য (দুধ, ডিম, মুরগি, গবাদিপশু ও পোল্ট্রির মাংস, ঘি, মিষ্টি ও মাখন) ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রাণিসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১৪ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনলাইনে প্রায় ৫০৮ কোটি মূল্যের প্রাণিজাতপণ্য ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, অনলাইনে ২০২১ সালে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ২ হাজার ৭ শত ৩৫ কোটি টাকা।

- করোনার প্রথম অভিঘাত চলাকালীন ২০২০ সালে দেশব্যাপী কঠোর লকডাউন অবস্থায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে একটি কন্ট্রোল রুম চালু রয়েছে। বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের কোন খামারি প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের নিমিত্তে পরিবহন সংক্রান্ত কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে উক্ত কন্ট্রোল রুম থেকে সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা খামারিদের প্রদান করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ অভিঘাত মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্র

৩. কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন

- দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় উৎপাদিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রুভেন বুল

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৪৪৬৪ টির বেশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে উৎপাদিত সিমেন এর পরিমাণ ছিল ৪৪.৪২ লক্ষ মাত্রা এবং কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৪৩.৮১ লক্ষ।

- গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৯টি। গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০টি কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

- দেশী গাভীর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভী থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬.৪৪ লক্ষ সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কার্যক্রম	অর্থবছর				
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	৪১.৮২	৪২.৮৯	৪৪.৫১	৪৬.৭৪	৪৪.৪২
কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	৩৬.৬৮	৩৮.৪৫	৪১.২৮	৪৪.৪১	৪৩.৮১
সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)	১২.৩৬	১২.২৬	১৩.১২	১৪.৭৮	১৬.৪৪

৪. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

- **চিকিৎসা কার্যক্রম:** গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে প্রায় ৯.৮৪ কোটি হাঁস-মুরগি, প্রায় ১.০৯ কোটি গবাদিপশুর এবং ৫২ হাজার ৫ শত ২৭ টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ:** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০২০-২১ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ৩১.০২ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন করেছে, যা দিয়ে সারা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা, জেলা দপ্তরের মাধ্যমে ৩১.১৬ কোটি ডোজ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রজাতি ভেদে বিগত ৫ বছরে পশু-পাখির সংখ্যা

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি (মিলিয়ন)	অর্থবছর				
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
গরু	২৩.৯৪	২৪.০৯	২৪.২৪	২৪.৪০	২৪.৫৫
মহিষ	১.৪৮	১.৪৯	১.৫০	১.৫১	১.৫০
ছাগল	২৫.৯৩	২৬.১০০৯	২৬.২৭	২৬.৪৪	২৬.৬০
ভেড়া	৩.৪০	৩.৪৭	৩.৫৪	৩.৬১	৩.৬৮
মোট গবাদিপশু	৫৪.৭৫	৫৫.১৪	৫৫.৫৩	৫৫.৯৩	৫৬.৩৩
মোরগ-মুরগি	২৭৫.১৮	২৮২.১৫	২৮৯.২৮	২৯৬.৬০	৩০৪.১১
হাঁস	৫৪.০২	৫৫.৮৫	৫৭.৭৫	৫৯.৭২	৬১.৭৫
মোট হাঁস-মুরগি	৩২৯.২০	৩৩৮.০০	৩৪৭.০৪	৩৫৬.৩২	৩৬৫.৮৫

টিকা উৎপাদন, টিকা প্রদান ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান (মিলিয়ন)

কর্মকান্ড	অর্থবছর				
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৬.১৯	১৫.৯৪	১৮.৭৬	২২.০৫	২৩.১৪
হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	২৩৭.৫৪	২৩০.৩২	২৫৬.১০	২৫৫.৪৩	২৮৭.০৯
গবাদিপশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৭.৮৬	১৫.৭৮	১৬.৫৩	১৮.৪৯	২২.১০
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	২২৯.৪৫	২৪৩.৩৯	২৪১.৪৮	২৪৯.৪৪	২৮৯.৫০
গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)	২০.৭৮	১৯.২০	১১.৯৫	১০.৩০	১০.৯০
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)	১১৮.৯৫	১১৩.৯০	৯১.৫৯	৯০.৩০	৯৮.৪০

- **জুনোটিক এবং ইমারজিং ও রি-ইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণ:** বিশ্বের বহু দেশে পশুপাখি থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অধিকন্ত ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দর সমূহে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলোতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫. সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন

- ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামার সমূহে ৩৮.৬৮ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা, গরুর ৫৮৭৬টি বাছুর, ১৫২১টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৬৭টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ৭২৬টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, হাঁস-মুরগির খামার গুলিতে ৬.৭৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে। ডেইরি খামার হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১.২৮ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদিত হয় এবং হাঁস-মুরগির খামার হতে ৯৬.২৭ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়।

দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার, শেরপুর, বগুড়ার খন্ডচিত্র

- অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারের মধ্যে ১৫টি মুরগির খামার থেকে ১ দিনের ফাওমি ও সোনালি জাতের মুরগির বাচ্চা এবং ২১টি হাঁসের হ্যাচারি থেকে খাঁকী ক্যাম্বেল, জেনডিং ও বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, ময়মনসিংহে হাঁস পালনের খন্ডচিত্র

- অধিদপ্তরাধীন ০৭টি ডেইরি, ০১টি মহিষ, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার ও ০৩টি ভেড়ার প্রদর্শনী খামার রয়েছে। ডেইরি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদের খামার স্থাপনের পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়েছে।

সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার, সিলেটের খন্ডচিত্র

সরকারি ভেড়া উন্নয়ন খামার বগুড়া, শেরপুর এর খন্ডচিত্র

৬. প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাস্থিত কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ বিশেষ করে পশু খাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিশ্লেষণকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ৩,৭৯১ টি এবং বিশ্লেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ১৪,৬০৮ টি। স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠনে নিরাপদ ও পুষ্টি মান সম্পন্ন প্রাণিজাত আমিষের কোন বিকল্প নেই। প্রাণিজাত আমিষের বর্ধিত চাহিদার যোগান নিশ্চিত করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও এই খাত সংশ্লিষ্ট খামারি, শিল্প উদ্যোক্তাগণ, প্রাণিজাত পণ্য আমদানী বা রপ্তানিকারকগণ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, যার কারনে দেশে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় 'মান সম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্য' এর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। 'মানসম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্য' উৎপাদনের জন্য 'মানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ' এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিতের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার কোন বিকল্প নেই।

এ বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে প্রায় ১১৫ কোটি ২ লক্ষ টাকার 'প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি (কিউসিল্যাব)' স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় সাভারে আন্তর্জাতিক মানের 'মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি' বা কিউসি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং অত্র ল্যাবরেটরি গত আগস্ট ২০২০ মাস হতে সেবা গ্রহীতাগণ কর্তৃক প্রেরিত নমুনা পরীক্ষা শুরু করেছে। কিউসি ল্যাবটি চালু হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি
২৭ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন

৭. চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদের কাঙ্খিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২১৫.২১ কোটি (৮৬.৯৮%) টাকা ব্যয়ে ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং প্রাণিজাত পণ্যেও value addition সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত হবে।

কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে গরু বিতরণ করেন অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি সাবেক চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুস শহীদ, এমপি

উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাণিজাত উপকরণ ভেড়া বিতরণ কার্যক্রম

এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় খামারিদের মাঝে গবাদিপশুর কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল প্রদর্শনী/মেলা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালী

এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের আওতায় ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং ২৮টি কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষমাত্রা প্রায় শতভাগ অর্জন সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে মহাপরিচালক মহোদয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর
২০২১-২২ অর্থবছরের APA চুক্তি স্বাক্ষর

সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার প্রাণিসম্পদ খাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে:-

- ২০২৩ সালের মধ্যে হাঁস-মুরগির উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে, পশুখাদ্য কোয়ালিটি নিশ্চিতকল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিকা প্রদান এবং খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রাণিখাদ্য, গবাদিপশুর ঔষধ ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজ প্রাপ্য করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। খামারিদের উৎপাদিত প্রাণিজাত পণ্যের যাতে ভাল দাম পাওয়া যায় তার জন্য মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে;
- ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনমতো ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি-সহায়তার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;
- সর্বোপরি, "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে গবাদিপশু-পাখির বর্জ্য/গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সহজলভ্য জ্বালানী এবং জৈব সার সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা জোরদার করা হয়েছে।

খামারি প্রশিক্ষণ

খামারিদের মাঝে ঘাসের কাটিং বিতরণ

উঠান বৈঠকে খামারিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ

খামারিদের তিতির পালনে উদ্বুদ্ধকরণ

ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম কার্যক্রম

মাংস প্রক্রিয়াকারী ও বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ

মুজিববর্ষ উৎযাপন উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম

মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো হলো:-

- শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার প্রাণি যাদুঘরে প্রবেশ উন্মুক্তকরণ;
- গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতি জেলায় একটি স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ স্থাপন;
- ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন;
- মাংস প্রকিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান জোরদারকরণ;
- উন্নত জাতের বাছুরের প্রজেনী শো প্রদর্শন;
- ফারমার্স ফিল্ড স্কুল কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- মোবাইল এস.এম. এস কার্যক্রমের মাধ্যমে অনলাইন চিকিৎসা সেবা জোরদারকরণ;
- স্কুল মিল্ক ফিডিং এবং ডিম খাওয়ানো কর্মসূচি এবং
- প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম ।

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনের অগ্রগতি

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সংস্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে। এসডিজি অভীষ্ট-১ এবং ২ অর্জন কল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র বিমোচনের সাথে প্রাণিসম্পদ সেক্টর ঘনিষ্টভাবে জড়িত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ সেক্টর

প্রাণিসম্পদের সংশ্লিষ্ট SDG-এ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ৫১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১৪টি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৭টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ২০টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেগুলো সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে SDG এর সকল অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর অডিট শাখা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের পেনশনারদের ধারাবাহিক চাকুরি বিবরণী অনুযায়ী অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৪৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪০টি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির টাকার পরিমাণ ১৩.২৮ কোটি টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০১টি কর্মসূচির মাধ্যমে ২১৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক ১৭২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বিক চিত্র ক্রমশঃ পরিবর্তন হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নকল্পে মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় প্রশিক্ষণ ভবন কাম ডরমেটরি ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ

১. দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২.২০ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গবাদিপশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৮,৪৬২ টি এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খামারি ৩.৩৯ লক্ষ জন। দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ নিম্নবর্ণিত:

- স্বাস্থ্য সম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম;
- ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার পালন মডেল সম্প্রসারণ;
- স্ল্যাট/স্লট পদ্ধতিতে ছাগল পালন এবং উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ/কবুতর পালন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

শ্রেষ্ঠ ছাগল খামারিদের মাঝে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও পুরস্কার বিতরণ করছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

২. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে বিগত ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ৭টি ব্যাচে ৪২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি, সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার

এছাড়া, টেকনিক্যাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এষ্টাবলিশমেন্ট অব ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি' প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে গাইবান্ধায় Institute of Livestock Science and Technology (ILST)-তে ৫১ জন এবং নাসিরনগর ILST-তে ৪৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে আরও ৩টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, সিলেট, বরিশাল ও লালমনিরহাটে আরও ৩টি ILST স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরি করার পাশাপাশি আত্ম-কর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম

- বর্তমানে ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এটুআই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রায় ৮০টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রাণিসম্পদের সেবাদান কার্যক্রম হিসাবে "Livestock Diary" মোবাইল এপস্ চলমান আছে;
- গ্রাম ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা হচ্ছে;
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং পশু খাদ্য ও ঔষুধ আমদানির জন্য এনওসি প্রদান করা হয়েছে। খামার রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে খামারিদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- SMS সার্ভিস চলমান রয়েছে যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের নানাবিধ কার্যক্রম ১৬৩৫৮ নাম্বারে এসএমএস করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

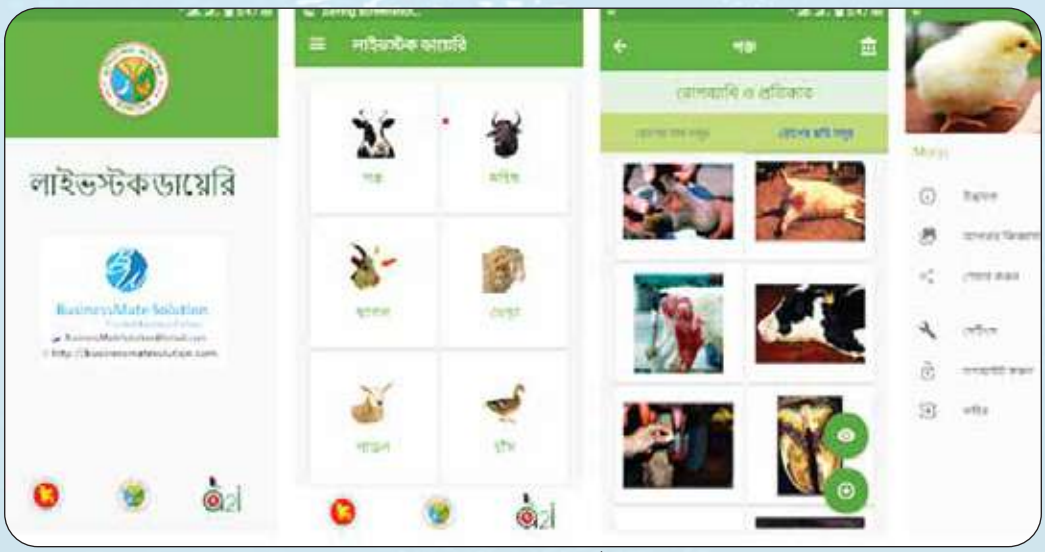

"Livestock Diary" মোবাইল এপস্

আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিতে (www.dls.gov.bd) অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে;
- কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- দাপ্তরিক ই-মেইল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট;
- ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে জুম মিটিং ও ওয়েবিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর প্রতিবেদন তৈরি করেছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। দপ্তরসমূহের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৯৭% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরসমূহে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

ক্রমবর্ধমান প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি সহায়তা একান্ত আবশ্যক। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করা। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে ৬৭৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ:

- পশু রোগ আইন, ২০০৫;
- বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫;
- পশু রোগ বিধিমালা, ২০০৮;
- মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;
- পশুজবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১;
- পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩;
- প্রাণি কল্যাণ আইন, ২০১৯।

উল্লেখিত আইন ও বিধিমালাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, গো-খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে রয়েছে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আন্তরিকতা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নসহ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোকপাত করেন

উপসংহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই করোনা মহামারির মধ্যেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আপামর জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.fri.gov.bd

ভূমিকা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। গবেষণা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ; নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর; লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি; প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া; স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর; নদী উপকেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ৭০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে ৫৯টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বর্তমান সরকারের মৎস্য বান্ধব বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ফলে দেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

রূপকল্প (Vision)
দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)
গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objective)
- দেশের মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প শ্রম নির্ভর এবং পরিবেশ উপযোগী উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- চিংড়িসহ অন্যান্য অর্থকরী অপ্রচলিত জলজ সম্পদের উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- জাতীয় চাহিদার নিরীখে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা;
- মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ীত্বশীল ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা ও অগ্রসরমান চাষীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গবেষণা ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরমার্শ প্রদান।

জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম - ৯ম	১৪০	১০৮	
০২.	১০ম	৮	১২	
০৩.	১১তম - ১৬তম	১২৭	৬২	
০৪.	১৭তম - ২০তম	৫৯	৯	
	সর্বমোট:	**৩৩৪**	**১৯১**	

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
মোট পরিচালন	৩৯৩৪০০	৩৮১৩৫০
মোট উন্নয়ন	২২০০০০	১৭০৪০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬১৩৪০০**	**৫৫১৭৫০**

২০২০-২১ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১. বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ এবং জীনপুল সংরক্ষণ

দেশীয় মাছ প্রাণিজ পুষ্টির প্রধান উৎস। কিন্তু অতিআহরণ এবং জলজ পরিবেশ বিপর্যয়সহ নানাবিধ কারণে আমাদের অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তপ্রায়। আইইউসিএন (২০১৫) এর তথ্য মতে আমাদের দেশে ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায়। এসব মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ৩১ প্রজাতির দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে।

এর মধ্যে গত অর্থবছর (২০২০-২১) প্রজননের মাধ্যমে রাণী, ঢেলা, পিয়ালী, বাতাসী, আঙ্গুস, লইট্যা টেংরা ও কুর্শা মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশীয় মাছ সংরক্ষণে ইনস্টিটিউট এর ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে দেশের প্রথম লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম গত বছর সেপ্টেম্বর/২০ মাসে জীন ব্যাংক উদ্বোধন করেন।

১.১ রাণী মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

স্বাদুপানির বিলুপ্তপ্রায় ছোট মাছের মধ্যে রাণী *(Botia dario)* মাছ অন্যতম। এ মাছটি খেতে খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুনসম্পন্ন হওয়ায় বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই মাছ বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, ভুটান ও মায়ানমারে পাওয়া যায়। মাছটি রাণীবউ নামে পরিচিত হলেও অঞ্চল ভেদে মাছটি বেটি, পুতুল ও বেতাঙ্গী নামেও পরিচিত। আইইউসিএন (২০১৫) কর্তৃক রাণী মাছকে বিপন্ন প্রজাতির মাছ হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে ২০২০ সালে রাণী মাছের সংরক্ষণ, প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দেশে প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রাণী মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, রাণী মাছ মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। জুন-জুলাই এদের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম এবং একটি পরিপক্ক স্ত্রী মাছে প্রতি গ্রামে ৮০০-৯০০টি ডিম পাওয়া যায়। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এ মাছের প্রযুক্তিটি চাষের আওতায় আসবে এবং বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

রাণী মাছের ব্রুড ও রাণী মাছের পোনা

১.২ বিলুপ্তপ্রায় ঢেলা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

ঢেলা *(Osteobrama cotio)* স্বাদুপানির একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ। মাছটি আঞ্চলিকভাবে ঢেলা, মৌ, মোয়া অথবা কেটি নামে পরিচিত। ঢেলা মাছটি ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, জিংক এবং অন্যান্য মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট এর উৎস, বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ লবণের এক অনন্য উৎস। এক সময় মাছটি বাংলাদেশের স্বাদুপানিতে বিশেষ করে নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল, পুকুর, প্লাবনভূমি ও ঝরনার পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। জলাশয় সংকোচন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, কৃষিকাজে কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার, পানি দূষণ এবং অতি আহরনের ফলে বা পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে মাছটির বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় মাছটির প্রাপ্যতা বর্তমানে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

মাছটি আইইউসিএন (২০১৫) কর্তৃক বর্তমানে বিপন্ন প্রজাতির মাছ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। মাছটির জীনপুল সংরক্ষণের মাধ্যমে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং চাষের জন্য পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে গবেষণার মাধ্যমে ঢেলা মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় মাছটি চাষের আওতায় চলে আসবে যা দেশের মৎস্য খাতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রজননক্ষম ঢেলা মাছ ও ঢেলা মাছের পোনা

১.৩ লইট্যা টেংরা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

লইট্যা ট্যাংরা *(Mystus bleekeri)* স্বাদুপানির একটি সুস্বাদু মাছ। অঞ্চলভেদে এ মাছটি নদীর ট্যাংরা, গুইল্লা ট্যাংরা বা লইট্যা ট্যাংরা নামে পরিচিত। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বের জেলাগুলোর স্বাদুপানির নদী ও সংযুক্ত জলাশয়ে বিশেষ করে বর্ষা ও শীত মৌগতমে এদের পাওয়া যায়। বাংলাদেশের উত্তরের জনপদ নীলফামারী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানীয় নদী যেমন: বুড়িখরা, বারাতি, চিকলি ও ভুসি নদীতে এদের পাওয়া যায়। প্রজাতিটিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকিয়ে রাখার জন্য ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর থেকে স্থানীয় বিভিন্ন নদী হতে সংগ্রহ করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে লইট্যা ট্যাংরা মাছের পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করে। গবেষণায় দেখা গেছে একটি পরিপক্ক (২০-৩০ গ্রাম) ওজনের লইট্যা ট্যাংরার ডিম ধারণ ক্ষমতা ২৫,০০০-৪০,০০০। এ মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় চাষের আওতায় চলে আসবে যা উত্তর জনপদে তথা দেশের মৎস্য খাতে এটি গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকেও রক্ষা পাবে।

প্রজননক্ষম লইট্যা টেংরা মাছ ও লইট্যা টেংরা মাছের পোনা

১.৪ কুর্শা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন

কুর্শা *(Labeo dero)* বাংলাদেশ মিঠাপানির মাছ। অঞ্চলভেদে কুর্শা, খুর্শা বা কাতাল খুশি ইত্যাদি নামে পরিচিত। দেশের উত্তর জনপদে মাছটি কুর্শা, খুর্শা নামেও পরিচিত। মিঠা পানির জলাশয় বিশেষ করে পাহাড়ী ঝর্ণা ও অগভীর স্বচ্ছ নদী এদের আবাসস্থল। মাছটি সুস্বাদু, মানব দেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ এবং বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু জলাশয় দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, নদীতে বানা ও কারেন্ট জালের ব্যবহার এবং চৈত্র মাসে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাসস্থান ও প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুরে প্রথমবারের মত পোনা উৎপাদনের সফলতা লাভ করে। গবেষণায় দেখা গেছে একটি পরিপক্ক (২৫০ গ্রাম ওজনের) কুর্শা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৫০,০০০ থেকে ৮০,০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে জুলাই; তবে সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাসে। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় চাষের আওতায় চলে আসবে এবং উত্তর জনপদে তথা দেশের মৎস্য খাতে এটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে এবং মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকেও রক্ষা পাবে।

কুর্শা মাছের ব্রুড এবং কুর্শা মাছের পোনা

১.৫ আঙ্গুস মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

আঙ্গুস *(Labeo angra)* দেশীয় প্রজাতির একটি অতি সুস্বাদু মাছ। অঞ্চলভেদে আগুন চোখা, আংরোট, কারসা ও আঙ্গুস নামেও পরিচিত। নদ নদী ও প্রবাহমান জলাশয় এদের আবাসস্থল।

আঙ্গুস মাছের ব্রুড ও আঙ্গুস মাছের পোনা

এক সময় দেশের উত্তর জনপদ তথা রংপুর, দিনাজপুর ছাড়াও ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে মাছটির প্রাচুর্যতা ছিল। কিন্তু জলরাশি দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, অতি আহরণ এবং শুষ্ক মৌসুমে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরাসহ নানাবিধ কারণে বাসস্থান ও প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় দিন দিন অন্যান্য দেশীয় ছোট মাছের ন্যায় এ মাছের প্রাচুর্যতাও ব্যপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মাছটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র সৈয়দপুর কর্তৃক ২০১৮ সাল হতে প্রাকৃতিক বিভিন্ন উৎস যেমন দিনাজপুরের আত্রাই নদী, কাঞ্চন নদী, ডেপা নদী এবং নীলফামারীর তিস্তা নদী থেকে এ মাছ সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে ২০২০ সালে দেশে প্রথমবারের মত পোনা উৎপাদনের সফলতা লাভ করেছে। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় চাষের আওতায় চলে আসবে ও মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে ।

১.৬ পিয়ালী মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল

পিয়ালী *(Aspidoparia jaya)* সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ। মাছটির ইংরেজি নাম *(Jaya/Carplet)*। এক সময় দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পিয়ালী পাওয়া যেত। কিন্তু নদীনালা খাল বিলে অপরিকল্পিত ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ বন্যানিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ, অধিকতর জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণে ফসলি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ, ঋতু পরিবর্তন, অবাধে মৎস্য আহরণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হচ্ছে। ফলে এই মাছের প্রাপ্যতা আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। দেশীয় প্রজাতির এই মাছটির বিলুপ্তি রোধকল্পে ইনস্টিটিউটের প্লাবনভূমি উপকেন্দ্রে থেকে গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে সফলতা লাভ করেছে। পিয়ালী মাছ প্রজননের উপযুক্ত মৌসুম হচ্ছে মে-আগস্ট এবং ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি। পিয়ালী মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা আকারভেদে ১৫০০-৩৫০০টি এবং প্রতি গ্রাম দেহ ওজনে ৩৬০টি ডিম পাওয়া যায়।

ব্রুড পিয়ালী মাছ এবং ব্রুড মাছে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

১.৭ বাতাসী মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল

বাতাসী *(Neotropius atherinoides)* বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির একটি ছোট মাছ। স্থানীয়ভাবে "বাতাসী/ বাইজ্জা" নামে পরিচিত এবং এ মাছের ইংরেজি নাম *Indian potasi*। প্রজনন মৌসুম এপ্রিল-জুলাই। ইনস্টিটিউটের সান্তাহারস্থ প্লাবনভুমি উপকেন্দ্র থেকে প্রথমবারের মত পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, বাতাসী মাছ বছরে একবার প্রজনন করে থাকে। সাধারণত মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। একটি পরিপক্ক ৮-১৩ সে.মি. আকারের ৫.৫-৮.৩ গ্রাম ওজনের বাতাসি মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে ১২০০ -২৫০০টি। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় চাষের আওতায় চলে আসবে এবং মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

প্রজননক্ষম বাতাসী মাছ ও বাতাসী মাছের পোনা

১.৮ দেশীয় মাছ সংরক্ষণে লাইভ জীন ব্যাংক স্থাপন

দেশে প্রথম বারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গতপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ দেশের প্রথম দেশীয় মাছের এ লাইভ জীন ব্যাংক এর উদ্বোধন করেন। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জীন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিষ্ঠিত এ লাইভ জীন ব্যাংকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাগনা, দেশী কই, নাপিত কই, গুলশা, খলিশা, লাল খলিশা, মাগুর, বোয়ালি পাবদা, সঁরপুটি, পুটি, শিং, মহাশোল, রুই, বুজুরি টেংরা, ভিটা টেংরা, গুলশা, বাটা, রিটা, মলা, পুইয়া গুতুম, পাহাড়ী গুতুম, ঠোটপুইয়া, শালবাইম, টাকি, ফলি, ঢেলা, চেলা, লম্বা চান্দা, রাঙাচান্দা, লালচান্দা, পিয়ালি, বৈরালি, দারকিনা, ইংলা, কেপ চেলা, রাণি, লোহাচাটা, কাকিলা, কাজলী, ভাচা, বাতাসি, আঙ্গুস, কানপোনা, ঘাউরা, ভেদা, এক থুটি কাকিলা, বাসপাতাসহ মোট ৮৯ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, পরিবেশগত বিপর্যয়, জলাশয় সংকোচনসহ প্রভৃতি নানাবিধ কারণে মৎস্যসম্পদ হুমকির সম্মুখীন হলে জীন ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দেশকে মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে এবং সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন মাছের উৎপাদন বাড়াতে জীন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বর্তমান সরকারের মেয়াদে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য ইনস্টিটিউটে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউট চত্বরে মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম দেশীয় মাছ সংরক্ষণে জীন ব্যাংক উদ্বোধন করেন

২. অধিক উৎপাদনশীল রুই এর জাত উদ্ভাবন

চাষযোগ্য মাছের মধ্যে রুই সর্বাধিক বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ। বর্তমানে মৎস্যচাষ প্রায় সম্পূর্ণভাবে হ্যাচারী উৎপাদিত পোনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, হ্যাচারীতে উৎপাদিত রুই মাছের পোনার কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় *(genetic deterioration)* ও অন্ত:প্রজনন জনিত সমস্যা *(inbreeding depression)* মৎস্যচাষ উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায়। এ সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট হতে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের ১টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। রুই মাছের নতুন এই জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মূলজাতের চেয়ে ২০.১২% অধিক উৎপাদনশীল, খেতে সুস্বাদু এবং দেখতে লালচে ও আকর্ষণীয়। উন্নতজাতের এ মাছটি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হলে দেশে প্রায় ৮০,০০০ কেজি মাছ অধিক উৎপাদিত হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের এ জাতটি উদ্ভাবিত হওয়ায় ইনস্টিটিউট হতে এ জাতটিকে "সুবর্ণ রুই" হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। গত ১০ জুন ২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সুবর্ণ রুইয়ের জার্মপ্লাজম মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারী হ্যাচারী মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেন।

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত সুবর্ণ রুই এর জার্মপ্লাজম মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারী হ্যাচারী মালিকদের নিকট হস্তান্তর

৩. ইলিশের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন (MSY) নির্ণয় ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন

দেশের ইলিশ সম্পদের টেকসই উন্নয়নে ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গবেষণার মাধ্যমে দেশের নদ-নদী ও সাগরে ইলিশের বার্ষিক সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন *(Maximum Sustainable Yield)* অর্থাৎ আহরণমাত্রা প্রায় ৭.০ লক্ষ মে.টন নির্ধারণ করা হয়েছে।

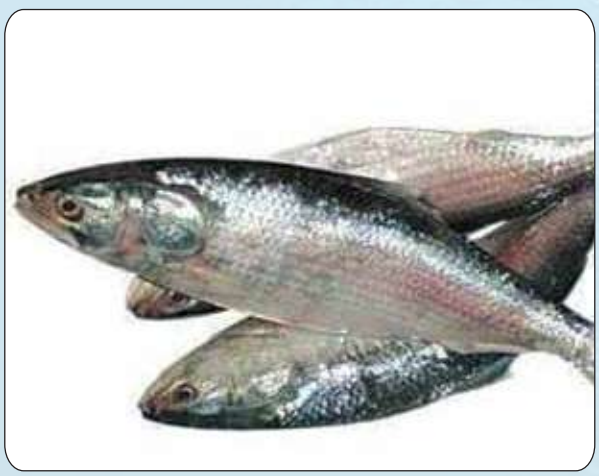

ইলিশ মাছ

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ইলিশের বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য পর্যবেক্ষন

এর চেয়ে বেশী মাছ আহরণ করা হলে ইলিশের প্রাকৃতিক মজুদ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে ইলিশ উৎপাদনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। গত অর্থবছর সরকার জাটকা গতরক্ষায় বিএফআরআই এর গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে *(Gill Net)* এর ফাঁস ৬.৫ সে.মি নির্ধারণ ও গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে। এছাড়াও ইলিশের প্রডাক্ট অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলতে ক্র্যাকারস, নুডুলস, বিস্কুট ও স্যুপ উৎপাদনে ইনস্টিটিউট সাফল্য অর্জন করেছে।

৪. সীউইড সনাক্তকরণ ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

সীউইড বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি অপ্রচলিত জলজ সম্পদ। পুষ্টিমানের বিচারে যা বিভিন্ন খাদ্য ও শিল্পের কাচামাল হিসেবে সমাদৃত। মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও ডেইরী, ওষধ, টেক্সটাইল ও কাগজ শিল্পে সীউইড আগার কিংবা জেল জাতীয় দ্রব্য তৈরীর কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সীউইডে প্রচুর পরিমাণে অনুপুষ্টি থাকায় এর ব্যবহার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Codium bursa

Euchema cottonii

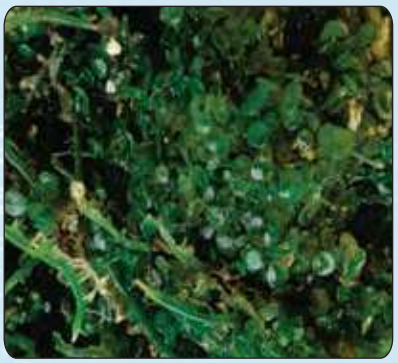

Caulerpa peltata

সনাক্তকৃত নতুন প্রজাতির সীউইড

সীউইড নিয়ে ইনস্টিটিউট হতে গবেষণা পরিচালনা করে সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ইনানী, বাঁকখালী মোহনা, শাহপরীর দ্বীপ, শাপলাপুর, কুয়াকাটা ও সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ এলাকা থেকে এ পর্যন্ত ১৪২টি সীউইড প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে ২২টি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গত অর্থবছরে ৫ প্রজাতির সীউইড *(Codium bursa, Euchema cottonii, Caulerpa peltata, Gelidium pusillum* ও *Ulva fasciata)* সনাক্ত করা হয়। ইনস্টিটিউট হতে এ পর্যন্ত পাঁচ প্রজাতির সীউইড *(Hypnea musciformis, Caulerpa racemosa, Enteromorpha intestinali, Padinatetra stromatica* ও *Sargassum oligocystum)* চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। সীউইড চাষ প্রযুক্তি এর নানাবিধ ব্যবহার সম্প্রসারণ ও সীউইড পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের উপকুলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান

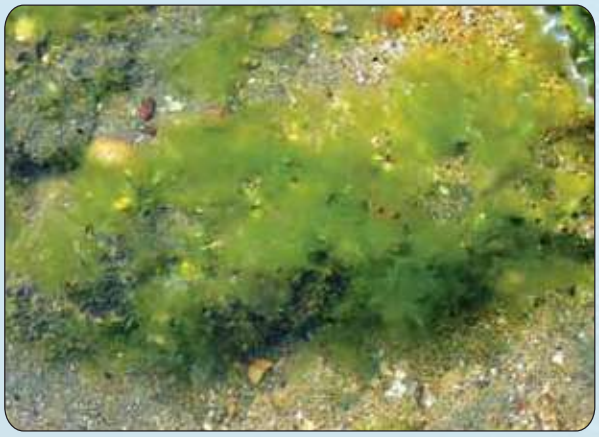

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন *Ulva lactuca* সীউইড প্রজাতির চাষ

উন্নয়ন, বিকল্প কর্মসংস্থানের পাশাপাশি খাদ্য ও ওষুধ শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব হবে এবং দেশের সুনীল অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন *Ulva lactuca* প্রজাতি যা *Sea Lettuce* নামে পরিচিত। বাংলাদেশের জলবায়ুতে স্থানভেদে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় ৬ মাস এই সীউইড প্রজাতিটি চাষ করা যায়। বিগত ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাস *Ulva lactuca* সেন্টমার্টিন, বাঁকখালী, কুতুবদিয়া ও মহেশখালি চ্যানেল এর প্রতিটি স্থানে আনুভুমিক নেট পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষ করা হয়। অত:পর ১৫ দিন পর পর ৯০ দিনে মোট ২০ বার আংশিক আহরণ করা হয়। *Ulva lactuca* এর সর্বোচ্চ দৈনিক বৃদ্ধির হার সেন্টমার্টিনে ১৫তম দিনে ৭.২৫±০.০৫% দিন প্রতি এবং সর্বনিম্ন ইনানীতে ৯০তম দিনে ০.৭২±০.০২% দিন প্রতি পাওয়া গেছে। চারটি স্থানে ৯০ দিনে চাষকৃত শৈবালের মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ সেন্টমার্টিনে ২৭.৭২±০.০৩ কেজি (সিক্ত ওজন/মি২.) এবং সর্বনিম্ন মহেশখালি চ্যানেলে ৬.২৮±০.৫৮ কেজি (সিক্ত ওজন/মি২.) পাওয়া গেছে।

৫. উপকূলীয় অঞ্চলের মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন

৫.১ চিত্রা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

উপকূলীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন চিত্রা মাছ *(Scatophagus argus)* পায়রা, বিশতারা, বোথরাসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং এ মাছটির ইংরেজি নাম *Spotted scat*। লোনাপানির সুস্বাদু এই মাছটির শরীরে কালো টিপ লাগানো বৈশিষ্ট্যের জন্যেই এর নাম সম্ভবত চিত্রা/পায়রা। এক সময় চিত্রা মাছ উপকূলীয় এলাকার নদ-নদী, খাড়ি-খাল এবং ঘেরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে চিত্রা মাছের পোনার প্রাপ্যতা ও জীববৈচিত্র ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে রয়েছে। চিত্রা মাছের চাষকে দীর্ঘমেয়াদী-স্থিতিশীলভাবে বিকশিত করতে এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ইনস্টিটিউটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র থেকে গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মত চিত্রা মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদন সফলতা অর্জন করে। চিত্রা মাছ ২৫-৩০ পিপিটি লবনাক্ততা ও ২৮-৩০°C তাপমাত্রার পানিতে প্রজনন করে। চিত্রার পোনা উৎপাদন কৌশল সম্প্রসারণ করা হলে উপকূলীয় অঞ্চলে চাষের জন্য পোনা প্রাপ্যতা সহজলভ্য হবে ও ঘেরে অন্যান্য মাছের সঙ্গে মিশ্রচাষ সম্ভব হবে এবং চাষিরা অধিক লাভবান হবে। সামগ্রিকভাবে, প্রাকৃতিক নির্ভরশীলতা কমে আসবে ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার পাশাপাশি জীববৈচিত্র সমুন্নত থাকবে।

চিত্রা মাছের ব্রুড ও চিত্রা মাছের পোনা

৫.২ দাতিনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

দাতিনা মাছ *(Pomadasys hasta)* উপকূলীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি প্রজাতি। এর ইংরেজি নাম *Grunter Fish*। দাতিনা মাছের একদিকে যেমন কাঁটা কম খেতেও তেমন সুস্বাদু। লোনাপানির ঘের/পুকুরে পোনা প্রাপ্তির সাপেক্ষে বিক্ষিপ্তভাবে দাতিনা মাছ চাষ করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় চাষ কার্যক্রমের শতভাগ পোনা প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণ অথবা জোয়ার ভাটার পানির সাথে ঘেরে আগত পোনার উপর নির্ভরশীল।

জলবায়ুর পরিবর্তন, পরিবেশ বিপর্যয় এবং অভয়াশ্রমের অভাবে সাদা প্রজাতির দাতিনা মাছের প্রাপ্যতা কমে গেছে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের দাতিনা মাছের পোনার প্রাপ্যতা ও জীববৈচিত্র ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে রয়েছে। দাতিনা মাছের চাষকে দীর্ঘমেয়াদী-স্থিতিশীলভাবে বিকশিত করতে ইনস্টিটিউটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র থেকে গবেষণার মাধ্যমে দাতিনা মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। দাতিনা মাছ ২৫-৩০ পিপিটি লবনাক্ততা ও ২০-২৫°C তাপমাত্রার পানিতে প্রজনন করে। দাতিনার পোনা উৎপাদন কৌশল সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে উপকূলীয় অঞ্চলে দাতিনা চাষে পোনা প্রাপ্যতা সহজলভ্য হবে। ফলে একদিকে যেমন চাষের প্রসার ঘটবে অপরদিকে প্রাকৃতিক পোনার উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে এবং দাতিনা মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষিত হবে।

প্রজননক্ষম দাতিনা মাছ ও দাতিনা মাছের পোনা

৬. সেমিনার/কর্মশালা

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর/জনপ্রিয়করণ, গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ে ইনস্টিটিউট হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ১০টি সেমিনার/কর্মশালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আয়োজন করা হয়েছে। এসব সেমিনার/কর্মশালা থেকে গৃহীত সুপারিশমালা দেশে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সুনীল অর্থনীতিতে সীউইডের সম্ভাবনা বিষয়ক কর্মশালায় মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় মাছের প্রজননকাল নির্ধারণ ও সংরক্ষন বিষয়ক কর্মশালা

৭. প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর

ইনস্টিটিউট হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রযুক্তি ৪টি হলো: ১. জাতপুঁটি মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল, ২. আঙ্গুস মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল, ৩. খলিসা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল, ৪. বৈরালি মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল। উপরোক্ত প্রযুক্তি ৪টি গত জুন ২০২১ মাসে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উন্নত জাতের কৈ, তেলাপিয়া ও সাদা পাঙ্গাস মাছের জার্মপ্লাজম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উন্নত জাতের কৈ, তেলাপিয়া ও সাদা পাঙ্গাস মাছের জার্মপ্লাজম মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর

৮. প্রকাশনা

ইনস্টিটিউট হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে মৎস্য প্রজনন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লিফলেট, নিউজলেটার, জার্ণাল, প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি নির্দেশিকা শীর্ষক বই প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিগত জুন ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের ২০২০-২১ আর্থিক সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রশাসনিক ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে অর্জিত স্কোর ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৯৫.৬৪%। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে ইনস্টিটিউট এপিএ বাস্তবায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্মাননা পত্র

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননাপত্র প্রদান করা হলো।

প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(রওনক মাহমুদ)
সচিব

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)
মন্ত্রী

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএ বিষয়ক সম্মাননা সনদ

আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আইসিটির ব্যবহার করা হচ্ছে। ইনস্টিটিউটে ন্যাশনাল পোর্টাল, ফ্রেমওয়ার্কের সহায়তায় ওয়েবসাইট, ৮০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সংযোগ, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ই-নথি সিস্টেম ও ই-জিপি সেবার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং ৪টি দেশীয় মাছের জীনপুল সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ১. চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প ২. সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৩. বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রকল্প এবং ৪.বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা শীর্ষক ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এটি গবেষণা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন টিম যথাসময়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইনোভেশন টিমের সভা, উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা যাচাই বাছাই করে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ, উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা সহজীকরণ, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত বছর ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়নাধীন ইনোভেশন উদ্যোগটি হচ্ছে: ই-ইলিশ এবং ই কার্প ব্রিডিং এ্যাপস। এছাড়াও আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় FISHES IN CLOUD নামে ১টি ইউটিউব চ্যানেল চালু করা হয়। উক্ত চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্পর্কে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত কার্যক্রম তরুণদের মাঝে মৎস্য চাষ বিষয়ে সাড়া জাগিয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

ইনস্টিটিউটে ২০১৯-২০ সালে প্রারম্ভিক জেরসহ ১০২টি অডিট আপত্তির মধ্যে মাত্র ১৫টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ২৭টি আপত্তির দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলমান করোনায় আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা এবার তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ সালে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ইনস্টিটিউটের ১৫ জন বিজ্ঞানী স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ২ জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। এই অর্থবছরে প্রায় ১৯০ জন কর্মকর্তাকে প্রযুক্তিভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৫০ জনঘন্টার এবং ১০ম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারিদের ৫ ঘন্টার এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

ইনস্টিটিউটে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত নৈতিকতা কমিটি সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আলোচ্য সময়ে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসবে ৬ টি সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বিষয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ফলে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ চলতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদকে পুরস্কার প্রদান করেন।

ইনস্টাটউটের মহাপরিচালক কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নিকট হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ

অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিস্পত্তির ব্যবস্থা

ইনস্টিটিউটের অভিযোগ নিস্পত্তির লক্ষ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ এর আওতাধীন ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্রে ২০২০-২১ সালে কোন প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উপসংহার

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের সময়ে গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ও জনবল বৃদ্ধি পাওয়ায় ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হয়েছে। দেশীয় মাছ সংরক্ষণ, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন এবং অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ (কাকঁড়া, কুচিয়া, ওয়েস্টার) উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আলোচ্য সময়ে গবেষণা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। তাছাড়া চলমান কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে দেশের মৎস্যখাতের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইনস্টিটিউট সময়োপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা

www.blri.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের প্রাণী ও পোল্ট্রিসম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৬ সাল থেকে বিএলআরআই এর কর্মযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে উল্লিখিত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৩ নং আইন) পাশ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড এর উপর বিএলআরআই এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত এবং মহাপরিচালক বিএলআরআই এর মুখ্য নির্বাহী। ঢাকার অদুরে সাভারে বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এবং এর পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো ০১। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ী ঘাট, ০২। বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, ০৩। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা, ০৪। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলা এবং ০৫। যশোর জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। অতি সম্প্রতি, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে পোল্ট্রি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করার কাজ শুরু হয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

- উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতি পূরণ;
- সম্ভবনাময় দেশী প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বংশবৃদ্ধিকরণ;
- প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রধান কার্যাবলি (Main functions)

০১. গবেষণার মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদের মৌলিক সমস্যা শনাক্তক্রমে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ বা চিহ্নিত করা;

০২. প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রকার রোগ দ্রুত সনাক্তকরণ এবং তার চিকিৎসার জন্য উপযোগী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;
০৩. প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের উপর বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং তাদের সংক্রমণ প্রভাব নির্ণয়ে ইপিডেমিওলজিক্যাল গবেষণা পরিচালনা করা;
০৪. প্রাণী ও পোল্ট্রিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিষয়ে প্রাণীর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা এবং রোগের যথাযথ প্রতিষেধক উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
০৫. দুধ, মাংস ও কর্ষণ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক প্রাণিসম্পদের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক পোল্ট্রির উন্নত জাত উদ্ভাবন করা;
০৬. প্রাণী খাদ্যের উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক উপজাত, উচ্ছিষ্ট ও অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
০৭. আপদকালীন সময়ে প্রাণিখাদ্য যোগানের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণযোগ্য প্রাণিখাদ্য প্রস্তুতকরণের কৌশল উদ্ভাবন করা;
০৮. প্রাণী হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ এবং আন্তঃদেশীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধকল্পে গবেষণার মাধ্যমে উক্ত রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মানসম্পন্ন টিকা উদ্ভাবন করা;
০৯. প্রাণী হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে 'একস্বাস্থ্য (One Health)' বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;
১০. প্রাণীর সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থাপনা কৌশলের উন্নয়ন করা;
১১. প্রাণিসম্পদের চিকিৎসায় ঔষধ হিসাবে দেশীয় গাছগাছড়ার ঔষধি গুনাগুণ মূল্যায়ন এবং উহার ব্যবহারের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা;
১২. প্রাণিস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর গাছ চিহ্নিত করা ও তার বিরূপ প্রভাব নির্ণয় ও প্রতিকারের উপায় শনাক্ত করা;
১৩. প্রাণিজ পণ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে উহার পচন রোধ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;
১৪. প্রাণী এবং উৎপাদিত প্রাণিজপণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা;
১৫. ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার এই দেশে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি, জ্ঞান উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা;
১৬. প্রাণিসম্পদের উপর গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা;
১৭. জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত সেমিনার, আলোচনা সভা বা কর্মশালা আয়োজন করা;
১৮. পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বায়োটেকনোলজি ও ন্যানো টেকনোলজি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
১৯. অঞ্চলভিত্তিক পোল্ট্রি এবং প্রাণিসম্পদের উপর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা;
২০. প্রাণিসম্পদের উপর গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য কৃষকের নিকট পৌঁছানো;
২১. প্রাণিসম্পদ এবং তা হতে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সমস্যা নির্ণয় এবং প্রাণিজপণ্যের শ্রেণিবিন্যাসসহ তা বাজারজাতকরণে উপযুক্ত পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
২২. নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;
২৩. প্রাণী বর্জ্যের প্রকৃতি ও বহুমুখী উপযোগিতা এবং উহার পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা পরিচালনাক্রমে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;
২৪. বিএলআরআই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করা;
২৫. বিএলআরআই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা ।

জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম - ৯ম	১০৩	৫৪	
০২.	১০ম	৪	৩	
০৩.	১১তম - ১৬তম	৫৬	৫০	
০৪.	১৭তম - ২০তম	৮০	২৭	
	সর্বমোট:	**২৪৩**	**১৩৪**	

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
মোট পরিচালন	৩৪০০০০	৩৩৮৬৭৫
মোট উন্নয়ন	৮২৩৯০০	৬০৮০০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১১৬৩৯০০**	**৯৪৬৬৭৫**

সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)

বিএলআরআই ৮ টি গবেষণা বিভাগ, একটি সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগ ও পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্র এর সমন্বয়ে গঠিত।

১. গবেষণা বিভাগসমূহ

- পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ;
- প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ;
- সিস্টেম রিসার্চ বিভাগ;
- ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- বায়োটেকনোলজি বিভাগ;
- প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরিক্ষণ বিভাগ।

২. সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগ

- প্রশাসন শাখা;
- প্রকৌশল শাখা;
- হিসাব শাখা;
- প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা;
- গ্রন্থাগার শাখা;
- স্টোর ও প্রোকিউরমেন্ট শাখা;
- গবেষণা খামার;

- পরিবহন শাখা;
- নিরাপত্তা শাখা ।

৩. আঞ্চলিক কেন্দ্র

- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান ।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ি, রাজশাহী ।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর সদর, যশোর ।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, ভাংগা, ফরিদপুর ।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী (প্রস্তাবিত) ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন

২০২০-২১ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্য

প্রযুক্তি উদ্ভাবন

১. বাণিজ্যিকভাবে ছাগল ও ভেড়া পালনে "সাশ্রয়ী কমপ্লিট পিলেট ফিড"

জলবায়ু ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমানে ছাগল ও ভেড়ার চারণ ভূমি কমে যাওয়ায় নিম্ন উৎপাদনশীলতা এবং প্রাণীর দুর্বল প্রজনন ঘটে । পিলেট ফিড বাণিজ্যিক ভেড়া এবং ছাগল উৎপাদনের জন্য স্টল-ফিডিং পদ্ধতির বিকাশ করতে এবং পাশাপাশি পিলেট ফিডের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ফিড উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে পারে ।

প্রযুক্তির বিবরণ

- বাণিজ্যিক ছাগল ও ভেড়া উৎপাদনের জন্য ৪০% রাফেজ (ধানের খড়) এবং ৬০% দানাদার মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়;
- রাইস পোলিশ ৫০%, ভুট্টা ক্রাশ ১৬%, সয়াবিন খাবার ২০%, মোলাসেস ১০%, লবণ ২%, ডিসিপি ১%, ভিটামিন-খনিজ প্রিমিক্স ০.৫%, পিলেট বাইন্ডার ০.৫% দ্বারা দানাদার মিশ্রণ প্রস্তুত করা;
- প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি এবং pellet বাইন্ডার যোগ করে ভালভাবে মিশ্রিত করা উচিত যেন পরে পিলেটগুলি তৈরি করার জন্য পিলেটিং মেশিনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে;

- এরপরে তাজা ও কাঁচা পিলেটগুলি রৌদ্রে শুকনো করে ছাগল/ভেড়াকে খাওয়ানোর জন্য সংরক্ষণ করা;
- ছাগল/ভেড়াকে সম্পূর্ণ পিলেট ফিড প্রতিদিন দুবার (সকাল ৯ টা এবং বিকাল ৪ টা) পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো হয়;
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় ফলে পুষ্টি, প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া সম্ভব ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা করার মাধ্যমে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায় ।

প্রযুক্তির উপযোগিতা

সারা বছর এবং সমগ্র বাংলাদেশ ।

প্রযুক্তির আর্থিক সুবিধা এবং জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা

- এই ব্যবস্থাটি সুষম পুষ্টির সরবরাহ নিশ্চিত করে, ফিডের অপচয় হ্রাস করে, খাওয়ার ব্যয় হ্রাস করে এবং নিম্নমানের, নন-ভোজ্য উপজাত পণ্যগুলিকে সুস্বাদু এবং উচ্চ পুষ্টিকর ফিডে রূপান্তর করে উৎপাদন সর্বাধিক করে তোলে;
- ঘাসের অপ্রতুলতার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়;
- কমপ্লিট পিলেট ফিড খাওয়ানোর ফলে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার ও বিসিআর ১.৯৩(১.১৬) বেশি এবং যথেষ্ট কম এফসিআর ৫.৭ (৮.৩২) পাওয়া যায় ।

বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ-২০২০ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

২. চলমান গবেষণা কার্যক্রম

অত্র ইনস্টিটিউটে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে । চলমান গবেষণা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

২.১ 'রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি)' গরুর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ- গবেষণার মাধ্যমে নিউক্লিয়াস হার্ডে জাতটির দৈনিক দুধ উৎপাদন ২-৩ লিটার থেকে ৫-৬ লিটারে উন্নীত হয়েছে । জাতটির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরসিসি ষাঁড় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ষাঁড় থেকে বীজ সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করছে ।

উন্নয়নকৃত রেড চিটাগাং ক্যাটেল

২.২ মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন- মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল জাতটি যেন বিলুপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে জাতটির সংরক্ষণ, বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত মুন্সীগঞ্জ জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ করে তা মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজননের সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং খামারী পর্যায়ে এ জাতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিমেনটাল (বিসিবি১-× সিমেন্টাল)	বার্লি (বিসিবি-১×শ্যারোলেইস)	বিমুসিন (বিসিবি-১ × লিমুসিন)	ব্রাহমান সংকর (বিসিবি-১× ব্রাহমান)	বিসিবি-১

২.৩ অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাত উদ্ভাবন- দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনশীল (২ বৎসর বয়সে ৬.৫ খাদ্য রূপান্তর দক্ষতায় ন্যুনতম ৩০০ কেজি দৈহিক ওজন) গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ব্রাহমানের পাশাপাশি শ্যারোলেইস, সিমেন্টাল এবং লিমোসিন জাতের বিফ ব্রিড ব্যবহার করে সংকর জাতের মাংস উৎপাদনকারী গরুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রথম প্রজন্মের সংকর জাতের গরুগুলো ২ বৎসর বয়সে (মার্কেট এইজ) ৫০০-৫৫০ কেজি দৈহিক ওজন প্রাপ্ত হচ্ছে।

২.৪ দেশী মুরগির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ- খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে লালন পালনের মাধ্যমে দেশী মুরগির জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। স্থানীয় দেশীয় জাতের তুলনায় এ মুরগির ডিম উৎপাদন প্রায় ৩ গুণেরও বেশি তেমনি দৈহিকভাবে দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় ৮ সপ্তাহেই বাজারজাত করা যায়।

২.৫ দেশীয় জাতের মুরগির জাত উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিকিকরণ- বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশীয় পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাতটি হলো মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি)।

উদ্ভাবিত জাতটি দুই মাসে গড়ে এক কেজি ওজন হয়। এই মুরগির মাংস সুস্বাদু তাই বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই জাতটির সম্প্রসারণের জন্য আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড এর সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি)

খামারী পর্যায়ে প্রজনন কাজে বিএলআরআই উন্নীত দেশী জাতের প্রাণী ও পোল্ট্রি ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে দেশী প্রজাতি ও জাতসমূহের দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা খামারীর পারিবারিক পুষ্টি সরবরাহ এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বিএলআরআই সদর দফতরে 'খামারী মাঠ দিবস ২০২১' অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম

৩. প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবা

সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অত্র ইনস্টিটিউট নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৭৯২ জন খামারীকে প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পরামর্শ প্রদান করেছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ২৩টি কার্যক্রমের বিপরীতে ২১ টি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং অগ্রগতি ছিলো ৯৯%।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক
মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ফলদ বাগান উদ্বোধন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক বিএলআরআইএ মুজিব গ্যালারি উদ্বোধন

আবশ্যিক কৌশলগত দিকসমূহের ক্ষেত্রে অর্জন হয়েছে ৯০% এবং মোট ৮৫.৫ % অর্জন হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১২ টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থ বছরের অত্র ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ এবং বিদ্যমান দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার তথা বর্তমান সরকারের ইশতেহারের সংশ্লিষ্ট দফা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	বর্তমান সরকারের ইশতেহারের সংশ্লিষ্ট দফা	বিএলআরআই এর কর্মসূচি
০১.	২০২৩-এর মধ্যে হাঁস-মুরগির সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	২০২৩ সালের মধ্যে হাঁস-মুরগির সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিএলআরআই পোল্ট্রি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে বিএলআরআই এ পোল্ট্রি উৎপাদন ও গবেষণা জোরদারকরণের লক্ষ্যে "পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে এবং "দেশী মুরগির গবেষণা জোরদারকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প" নামে আরেকটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০২.	প্রাণী খাদ্য, গবাদিপশুর ঔষুধপত্র ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজপ্রাপ্য করার ওপর জোর দেওয়া হবে। সে-সঙ্গে এগুলোর জন্য যাতে ভালো দাম পাওয়া যায়, তার জন্য বাজার-ব্যবস্থা ও বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার আরও উন্নয়ন করা হবে।	প্রাণী খাদ্য, গবাদিপশুর ঔষধপত্র ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজ প্রাপ্যতার লক্ষ্যে বিএলআরআই সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএলআরআইএ বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ সংশ্লিষ্ট একটি উন্নয়ন প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে।
০৩.	ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনমতো ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি-সহায়তা বৃদ্ধি করে তা অব্যাহত রাখা হবে।	ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠা এবং এর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএলআরআই নিয়মিত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে এবং প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবার অংশ হিসাবে অত্র ইনস্টিটিউট নাগরিকদের নিয়মিত প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি সহায়তা প্রদান করে থাকে। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ৪৪৩ জন খামারী/ উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, সর্বমোট ২৯৪ জন বিজ্ঞানী /কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৭৯২ জন খামারীকে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কীত প্রযুক্তি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
০৪.	সার্বিক কৃষি খাতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.৩১ শতাংশ। এটাকে আরও বৃদ্ধি করা হবে।	এ লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিএলআরআই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আই.সি.টি./ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:-

১. আইপি টেলিফোন সেবা চালু

বর্তমানে অভ্যন্তরীণ এবং চ্যানেল ফাঁকা থাকা সাপেক্ষে বাইরে যোগাযোগের জন্য বিএলআরআই কর্মকর্তাগণ আইপি টেলিফোন সেবা ব্যবহার করছেন, তবে চ্যানেলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কর্মকর্তাদের থেকে প্রস্তাব রয়েছে। চ্যানেলের সংখ্যা বাড়িয়ে সকল কর্মকর্তাকে আইপি টেলিফোন সুবিধা প্রদান করার ব্যাপারে ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

২. ডিজিটাল চাহিদাপত্র

বর্তমানে বিএলআরআই ওয়েবসাইটে ডিজিটাল চাহিদাপত্রের একটি সফটওয়্যার সন্নিবেশ করা হয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা সফটওয়্যার ব্যবহার করে দিতে পারছেন। তবে, স্টোরে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল না থাকায় সফটওয়্যারের পুরোপুরি সুফল ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অচিরেই স্টোরে দক্ষ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যাপারে ইনস্টিটিউটের পরিকল্পনা রয়েছে।

মত বিনিময় সভায় মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়

৩. গবেষণা কাজে ই-জার্নাল লাইব্রেরী

বিএলআরআই এ বিজ্ঞানীগণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL) এ সংরক্ষিত আন্তর্জাতিক মানের প্রায় ২৫০টি কৃষি বিষয়ক স্বনামধন্য ই-জার্নাল ব্যবহার করে আন্তর্জাতিকমানের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া, AGORA, ARDI, GOALI, Hinari ও OARE আন্তর্জাতিক অনলাইন জার্নালসমূহে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের পড়াসহ ডাউনলোড করার সুযোগ রয়েছে।

৪. এসএমএস গেটওয়ে চালু

বিভিন্ন সভা আহ্বান বা কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক বার্তা/নোটিশ প্রেরণের জন্য ওয়েব বেইজড এসএমএস প্রেরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, ফলে সভা আহ্বান/সতর্ক বার্তা প্রেরণের কাজে কাগজের ব্যবহার ও সময় ব্যয় রোধ করা হয়েছে।

৫. ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সেবা

বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা প্রধানের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে ৫০ এমবিপিএস এবং রেডিও লিংক ব্যবহার করে ৩০ এমবিপিএস ডুপ্লেক্স ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ল্যান এ সংযোগ করা হয়েছে। ফলে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ই-যোগাযোগ বেড়েছে। এছাড়াও ওয়াইফাই জোন তৈরী করে বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইস যেমন স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট পিসি, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করে ই-কমিউনিকেশনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমকে তরান্বিত করা হয়েছে।

৬. আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন

বিএলআরআই এর সার্ভার রুমে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি যেমন HP Server, Cisco Switches, Mikrotik CCR Router ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১. উদ্ভাবনী আইডিয়া

বিএলআরআই বর্তমানে ১১ টি আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে, তম্মধ্যে "বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপস্" এবং "খামার গুরু" উদ্ভাবনী আইডিয়া দুইটি মাঠ পর্যায়ে রেপ্লিকেশন হচ্ছে, ০২ টি আইডিয়া, (১. বিএলআরআই ডেইরি ব্রিডিং ম্যানেজার ও ২. বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী) মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং চলমান রয়েছে; ০৭ টি আইডিয়া (১. পোল্ট্রি প্রযুক্তি সেবা প্রদানে ওয়ানস্টপ সার্ভিস, ২. বিএলআরআই সেবা কেন্দ্র, ৩. গ্রীনওয়ে অ্যাপস্, ৪. খামার পরিকল্পনায় বিএলআরআই হেল্প লাইন, ৫. ল্যাবে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তি, ৬. Mobile Vaccination Camp ও ৭. গবাদিপশুর রোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি) প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তন্মধ্যে গ্রীনওয়ে অ্যাপস্ টি বর্তমানে গুগল প্লে-স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রাথমিকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে।

২. কর্মশালা/প্রশিক্ষণ

গত ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি: তারিখে "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" শিরোনামে এবং গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারী, ২০২১ খ্রি: তারিখে "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সেবা সহজিকরণ" শিরোনামে দুই দিনব্যাপী দুইটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩১ মার্চ, ২০২১ খ্রি: তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে "ইনোভেশন শোকেসিং বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিএলআরআই কর্তৃক আয়োজিত "নলেজ শেয়ারিং এবং ইনোভেশন সম্মাননা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান- ২০২১" গত ২১ জুন ২০২১ খ্রি: তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩. মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন

গত ৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি: তারিখে বিএলআরআই ইনোভেশন টিম সাভার উপজেলার পানধোয়া গ্রামে "বিএলআরআই ডেইরি ব্রিডিং ম্যানেজার" অ্যাপস্টির পাইলটিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

এসময় ইনোভেশন টিম খামার মালিকের সাথে অ্যাপস্‌ের উপযোগীতা, কার্যকারিতা, সুবিধা ও অসুবিধাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও গত ২৪ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি: তারিখে ইনোভেশন টিম যশোর সদর উপজেলার শাহপুর ও আড়পাড়া এলাকায় বিএলআরআই কর্তৃক পাইলটিংকৃত "খামার গুরু" উদ্ভাবনী আইডিয়াটি সরজমিনে পরিদর্শন ও নলেজ শেয়ারিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৪. সভা অনুষ্ঠান ও বাস্তবায়ন

২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএলআরআই ইনোভেশন টিম কর্তৃক ১২ টি সভার আয়োজন করা হয় এবং সভার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

SDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় চলমান প্রকল্প, ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের শিরোনাম ও সম্ভাব্য বাজেট এবং ২০২১-২০৩০ খ্রি: মেয়াদকালের প্রকল্প/কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের আওতায় ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।

এডিপি পর্যালোচনা সভা

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান মোট ৩৬৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২১৩টি আপত্তির নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ৪৪৩ জন খামারী/ উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৯৪ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ; বিএলআরআই এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ; সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; বিভিন্ন অনলাইন সেবা ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে ২টি পৃথক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক
প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গত ২৬-৩০ মে'২০২১ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে "পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সিএসও) ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিএসও) পর্যায়ের ১৯ জন কর্মকর্তাকে "উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক এবং গত ১২-২৩ জুন' ২০২১ খ্রি: তারিখে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসএসও) ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসও) পর্যায়ের ২০ জন কর্মকর্তাকে "প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব রওনক মাহমুদ এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল।

বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন গ্রেডের ৫ জন কর্মচারিকে প্রণোদনামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিগণকে "শুদ্ধাচার অনুশীলন ও প্রয়োগ" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিস্পত্তির ব্যবস্থা

২০২০-২১ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান অভিযোগ বক্স থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উপসংহার

মান সম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীগণ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও অত্র ইনস্টিটিউট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নসহ নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে অত্র ইনস্টিটিউট বদ্ধপরিকর।

বা: ম: উ: ক:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfdc.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) সরকারি মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যার ১৫টি ইউনিট সম্পূর্ণরূপে দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিবেদিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কর্পোরেশন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করা হয়। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর জলায়তনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার প্রায় ৭ লক্ষ উপজাতি ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই হ্রদ ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১৯৭৩ সালের আইন অনুসারে) (Vision and Mission)

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;

- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই হ্রদ ও বিভিন্ন জলাশয়/পুকুরে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানসৃষ্টি;
- আহরিত মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।

জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম - ৯ম	৪৫	৫২	কর্পোরেশনের শূণ্য পদ হতে ১৪০টি পদ বিলুপ্তি ও ২৮টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান
০২.	১০ম	৪০	২৫	
০৩.	১১তম - ১৬তম	১৩৯	২৩০	
০৪.	১৭তম - ২০তম	৬৪	১৩৬	
	সর্বমোট:	**২৮৮**	**৪৪৩**	

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
মোট পরিচালন	০	০
মোট উন্নয়ন	১৬৭৬০০	১৯৫৭০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১৬৭৬০০**	**১৯৫৭০০**

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য

১. মৎস্য অবতরণ (Fish Landing)

দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য কর্পোরেশনের ১১টি অবতরণ কেন্দ্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪,০২৩ মেট্রিক টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয়। ব্যবসায়ীরা এ সকল মাছ মৎস্যজীবীদের নিকট হতে সরাসরি ক্রয় করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণসহ বিদেশে রপ্তানি করে। এছাড়া কর্পোরেশন মংলা কেন্দ্রের পুকুরে মাছ চাষ করত: উৎপাদিত মাছ সরাসরি বাজারজাত করে।

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে রূপচাঁদা ও ইলিশ মাছ অবতরণ

২.হ্রদে মৎস্য উৎপাদন

২০০৯ সালে কাপ্তাই হ্রদে ৫৫৭৮ মে: টন মাছ উৎপাদন হয়। ইহা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩,৯১৫ মে: টনে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত মাছ স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হয় এবং আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাতাসি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ

৩. মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানিকারকদের ৮৩,৯৬৫ মেট্রিক টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

৪. হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মারিশাচরের নিজস্ব হ্যাচারিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫৮ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন করা হয়। এছাড়া জুলাই ২০২১ মাসে আরও ১৭ কেজি রেণু উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেণু নার্সারী পুকুরে লালন-পালন করত: ৬-৮ ইঞ্চি আকারের পোনা তৈরির পর কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

মৎস্য হ্যাচারি, মারিশাচর, লংগদু, রাঙ্গামাটি

৫. করোনা মহামারীকালীন হ্রদে মৎস্য আহরণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের মাছ প্রাপ্তির সুবিধার্থে এপ্রিল ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হয়। প্রজনন মৌসুমে মাছের সুষ্ঠু বংশ বৃদ্ধির নিমিত্ত হ্রদে মে-জুলাই ২০২১ খ্রি: মাসে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। মাছের প্রজনন মৌসুম শেষে জনস্বার্থে যথারীতি কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

৬. নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন স্থানে প্রায় ২৫ একরের ৮টি মৎস্য নার্সারি পুকুর রয়েছে। এছাড়া লংগদু এলাকায় ১২ একরের ৩টি এবং রাঙ্গামাটি সদর এলাকায় ১৩ একরের ২টিসহ মোট ৫০ একরের ১৩টি নার্সারি পুকুর রয়েছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণু এ সকল নার্সারিতে প্রতিপালনের পর কাপ্তাই হ্রদে পোনা অবমুক্ত করা হয়।

নার্সারিতে পোনা উৎপাদন ও হ্রদে অবমুক্তকরণ

৭. পোনা অবমুক্তকরণ

২০০৯ সালে হ্রদে ২২.০০ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে হ্রদে নিজস্ব হ্যাচারি ও নার্সারি হতে উৎপাদিত ৪৬ মেট্রিক টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া এ বছর ১২-১৪ ইঞ্চি সাইজের ৫০০ পিস চিতল ও ১০০০ পিস শোল মাছের পোনা হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে কার্প, শোল ও চিতল মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

৮. মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ

জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী প্রজনন মৌসুম ২০২১ খ্রি: সালের মে হতে জুলাই মাসে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার আদেশ কর্পোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ বেতার, স্থানীয় টিভি চ্যানেল ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করা হয়।

এ সময়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌ-পুলিশ, পুলিশ ও আনসারসহ বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীরা মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে হ্রদের মাছ আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পাহারা ও তদারকি জোরদার করে। যা হ্রদে সকল প্রজাতির মাছের বংশ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

অবৈধ জাল আটক এবং ধ্বংস করা হচ্ছে

৯. হ্রদের মৎস্য সংরক্ষণে গৃহীত অভিযান

কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোনাগুলোতে গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো। এতে হ্রদের মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হতো। বর্তমানে বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নৌ পুলিশ এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য নিয়মিত টহল পরিচালনা করে।

নৌপুলিশের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদ ও আটককৃত মাছ

এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মা মাছ রক্ষা পাচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত অবৈধ জাল আটক করা হচ্ছে।

১০. মৎস্যজীবীদের বিকল্প খাদ্য সহায়তা প্রদান

প্রজনন মৌসুমে (মে-জুলাই) মাছের সুষ্ঠু বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত ৩ (তিন) মাস মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্যজীবীদের কোন কাজ থাকে না। ২০২১ খ্রি: সালে এ সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে ২৫,০৩১ জন মৎস্যজীবীকে ১৫০১ মেট্রিক টন চাল/খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও ভিজিএফ চাল বিতরণ

১১. খাঁচায় মাছ চাষ

হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে ৪টি খাঁচায় তেলাপিয়া ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করা হচ্ছে। এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারে খাঁচায় মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

খাঁচায় মাছ চাষ

১২. শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ (Dry fish prodcution & marketing)

কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৫৮.৫৪ মে. টন শুঁটকি উৎপাদন করে যা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাতকরণ করা হয়।

শুঁটকি মাছ

১৩. কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি এবং সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ ৩১ অক্টোবর ২০২০ খ্রি: কাপ্তাই হ্রদে কর্পোরেশনের মৎস্য আহরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময়ে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদনের বিষয়ে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করেন। সভায় কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়কে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটিকে আহবায়ক করে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশমালার উপর মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মৎস্যজীবী প্রতিনিধিদের নিয়ে ০২ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি: তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

উক্ত কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চূড়ান্ত করা হয়।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ তারিখের কর্মশালা

ক. কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন ২০৪১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- হ্রদের প্রকৃত মৎস্য উৎপাদন নিরূপনের লক্ষ্যে জরিপকার্য পরিচালনা;
- টেকসই মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, বেকার যুবকসহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানসৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন;
- হ্রদের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ;
- হ্রদের জীববৈচিত্র ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

খ. কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)

- কার্প জাতীয় মাছের পোনা নিধন হ্রাস এবং পোনা বড় হওয়ার সুযোগসৃষ্টির লক্ষ্যে কেচকি জালের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭০০ ফুট, প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৫ ফুট এবং ফাঁস সর্বনিম্ন ০.৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ করা;
- মৎস্যজীবীদের উৎসাহিত করার নিমিত্ত মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে হতদরিদ্র ১০ জন মৎস্যজীবীকে কেচকি জাল ও বৈধ সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিতরণ;
- কাপ্তাই হ্রদে প্রতি বছর ১লা মে হতে ১৫ মে এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ২০০ মেট্রিক টন কার্প মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি আকারের রুই ও মৃগেল এবং ৮ ইঞ্চি আকারের কাতলা মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- ২০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন হ্যাচারি স্থাপন;
- বোয়াল, টাকি, শোল, চিতল ও আইড় মাছের পোনা অবমুক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ৩০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- অভয়াশ্রম ও হ্রদের নিরাপদ অংশে পোনা অবমুক্তকরণ;

- চিতল, ফলিসহ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবমুক্তকৃত পোনার আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হ্রদের তলদেশের গাছের গুঁড়ি বা গুইট্যা উৎপাটন রোধকল্পে মাসে কমপক্ষে ৪টি অভিযান পরিচালনা;
- অংশদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে পর্যায়ক্রমে হ্রদের ৫০টি ঘোনা/ক্রিক/ডেবায় (৮০ একর) ১০০ মেট্রিক টন পোনা উৎপাদন;
- হ্রদের পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে মৎস্যজীবীসহ স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে প্রতি মাসে এক বা একাধিক দিন হ্রদের পানিতে ভাসমান পলিথিন, প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি আবর্জনা পরিষ্কার;
- জনসচেতনতাসৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ হাজার লিফলেট বিতরণ, ২০টি বিলবোর্ড স্থাপন, একটি ডকুমেন্টারি তৈরী ও প্রচার;
- মাছের প্রজনন মৌসুমে (মে হতে জুলাই) নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও টহল জোরদার;
- অবৈধ কারেন্ট জাল ও জাঁক দিয়ে নির্বিচারে মাছের পোনা নিধন রোধকল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌ-পুলিশের সহায়তায় মাসে কমপক্ষে ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং জব্দকৃত কারেন্ট জালসহ অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্তকরণ;
- কাপ্তাই হ্রদ ও হালদা নদী হতে পর্যায়ক্রমে মাছের ৫০ কেজি ডিম/রেণু এবং বিএফআরআই হতে এফ-৪ জেনারেশনের ২০০ কেজি পোনা সংগ্রহ ও প্রতিপালন করে ব্রুড স্টক তৈরি;
- মাছের অপচয় রোধ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণে ২০ জন মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিক নিয়ে প্রতিমাসে ০১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- কাপ্তাই হ্রদে মাছ উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য নিরূপনে জরিপকার্য পরিচালনা করা;
- কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে মাসিক মৎস্যজীবী প্রতি ২০ কেজির স্থলে পর্যায়ক্রমে ৫০ কেজি করে চাল খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা;
- জেলেদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপনের লক্ষ্যে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদকরণ;
- হ্রদের পানির সকল স্তরের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে হ্রদের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্প জাতীয় মাছ শতকরা ৪০ ভাগ, রাক্ষুসে মাছ ৩০ ভাগ ও সর্বভুক মাছ ২০ ভাগে উন্নীতকরণ এবং কেচকিসহ অন্যান্য ছোট মাছ শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা;
- হ্রদের পানির স্তর, পানির গুণাগুণ, পুষ্টি প্রবাহ, উৎপাদনশীলতা ও প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে বিএফআরআই ও সিভাসু এর মাধ্যমে হ্রদে প্রজাতি ভিত্তিক পোনা মজুদের পরিমাণ ও অনুপাত নির্ধারণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত সমন্বিত ফলাফল বিএফডিসি কর্তৃক বাস্তবায়ন;
- বিলুপ্তপ্রায় দেশী মাছ রক্ষা ও মাছের স্বত:স্ফূর্ত প্রজননের নিমিত্ত নেভিগেশন রুট পরিহার করে অভয়াশ্রম তৈরি;
- মাছের প্রাকৃতিক ক্ষেত্রসমূহে অভয়াশ্রম ঘোষণাপূর্বক অভয়াশ্রমের সংখ্যা ও আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি;
- হ্রদে বিদ্যমান প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সঞ্চিতপলি খননের মাধ্যমে অপসারণপূর্বক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রণীত ২০ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতঃ কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীত করা ।

১৪. সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ

জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ১০টি সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। উক্ত ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করা হয়। আহরিত মাছ অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ইউনিটে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং, আনডকিং, বার্থিং, মেরামত, মৎস্য অবতরণ, বরফ উৎপাদন, ট্রলার বহর পরিচালনা এবং জাল মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

১৫. ট্রলার বহর

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। দেশে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে কর্পোরেশন। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিশিং ট্রলারসমূহ দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে।

এফ.ভি.রূপচান্দা

১৬. মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ টন ও ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে। দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরী করা হয়। এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয়। এখাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক গড়ে ৪ কোটি টাকা আয় হয়।

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড

১৭. মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হওয়ায় পুরাতন মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরীর চাহিদা পূরণ কষ্টসাধ্য ছিল। ফলশ্রুতিতে এ খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট, ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এতে বছরে প্রায় ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। এতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদানসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে মেরামতের জন্য ডকিংকৃত ট্রলার

১৮. টি-হেড জেটিতে ফিশিং ট্রলার বার্থিং

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে একত্রে ২০টি বড় আকারের মাছ ধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা যায়।

টি হেড জেটি ও বার্থিংরত ফিশিং ট্রলার

১৯. ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত সতেজ মাছ বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশন ঢাকা মহানগরের অধিবাসীদের নিকট ১০টি ভ্রাম্যমান ফ্রিজারভ্যান এর মাধ্যমে ১৬টি স্পটে মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ শহরে বার্ষিক ১৫০ থেকে ২০০ মেট্রিক টন মাছ বাজারজাতকরণ করা হয়।

কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে ফরমালিন মুক্ত মাছ বিক্রয় কার্যক্রম

এছাড়া কর্পোরেশন ফিসভ্যানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসএফ কর্মকর্তা/সদস্যদের সতেজ মাছ সরবরাহ করে। কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছ সংগ্রহ করে ভ্রাম্যমান ফিসভ্যানগুলোর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় করা হয় এবং এতে ফরমালিন টেস্টের ব্যবস্থাও রয়েছে।

২০. বরফ উৎপাদন ও বিক্রয়

কর্পোরেশনের পাথরঘাটা, কক্সবাজার, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, মোহনগঞ্জ ও রাঙ্গামাটি কেন্দ্রে মোট ৮টি নিজস্ব বরফ উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রের অবতরণকৃত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বরফকল হতে বাৎসরিক প্রায় ১২,৩৫১ মেট্রিক টন বরফ উৎপাদন করা হয় যা সরাসরি মৎস্যজীবীদের নিকট সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

কর্পোরেশনের বরফকলে উৎপাদিত বরফ

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে চাকায় বিভিন্ন এতিমখানায় বিনা মূল্যে রুই মাছ বিতরণ কার্যক্রম

এ কর্মসূচির আওতায় কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে আলোকসজ্জাকরণ, বঙ্গবন্ধু'র মৎস্য শিল্পে অবদান নিয়ে প্রচারণা, কুটা মাছ ও ভ্যালু এ্যাডেড মাছ প্রদর্শনী ও বিক্রয়, ব্যবসায়ী ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক সভা, দোয়া মাহফিল ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের ২০টি এতিমখানায় ৮০০ কেজি রুই মাছ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কর্পোরেশনের সকল কেন্দ্রে ভোক্তাদের বিনামূল্যে মাছের ফরমালিন টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রি: তারিখ কর্মকর্তা/কর্মচারি ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখে অনুরূপ কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদযাপন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ২৬ মার্চ ২০২১ খ্রি: তারিখে প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটের ভবন ও স্থাপনাসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জাকরণ, ব্যানার স্থাপন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধসম্পর্কিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রি: তারিখ, শোক সভা, আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ০১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখ মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ২০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখে কাপ্তাই হ্রদ অঞ্চলের মোট ১০ জন মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিনামূল্যে কেচকি জাল বিতরণসহ মহান বিজয় দিবস সম্পর্কিত আলোচনা এবং দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হবে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প (Ongoing development projects)

১. কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প

কক্সবাজার বিমানবন্দর এলাকার ৪৬০৯টি পরিবার সদর উপজেলার খুরুশকুলে পুনর্বাসন করা হয়। উক্ত পরিবারসমূহের কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক ৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রি: তারিখে ১৯৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে বিএফডিসি'র কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।

এ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে জনবল নিয়োগসহ প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও আউটসোর্সিং এ জনবল সরবরাহের প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের সাইট সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে লে-আউট তৈরির কাজ চলমান আছে।

কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান

২. সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

২৯.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন করা হয়। এ প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমি বরাদ্দ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল পদায়নের কাজ চলমান আছে।

সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প (Implemented Development Projects)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হাওর ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের Post Harvest Loss রোধকরণের লক্ষ্যে হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ১২৫.২৮ (একশত পঁচিশ দশমিক দুই আট) কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা

ভৈরব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ

১. হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চলে নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদরে ০৩টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে হাওর অঞ্চলের মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন। অবশিষ্ট ২টি কেন্দ্র শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে।

২. দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

এ প্রকল্পের অধীন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পটুয়াখালী জেলার আলীপুর ও মহিপুর, লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাটে ৪টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রসমূহ শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে।

আলীপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৬৮.৫৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ২৭ জুন ২০২১ খ্রি: তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে।

নির্বাচনী ইশতেহার তথা বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট দফা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ৩.১৪ ধারা অনুযায়ী 'ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া' অংশটুকু প্রত্যক্ষভাবে অত্র কর্পোরেশনের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট। দেশের সমুদ্র, উপকূল, নদ-নদী, হাওর-বাওর, কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্পোরেশনের ১০টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র চালু আছে। এ কেন্দ্রগুলোতে সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই হ্রদ ও হাওর হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সরাসরি অবতরণ করা হয়। এতে মাছের গুনগত মান প্রায় অক্ষুন্ন রেখে ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসসহ মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ধৃত মাছের অপচয় রোধকল্পে অবতরণ কেন্দ্রসমূহের বরফকলে উৎপাদিত বরফ দ্বারা চিলিং প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহণ করা হয়। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থান যথা: পটুয়াখালীর আলিপুর-মহিপুর, পিরোজপুরের পাড়েরহাট ও লক্ষীপুরের রামগতি এবং দেশের হাওর অঞ্চলের নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, সুনামগঞ্জের ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মোট ৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে অবশিষ্ট ৬টি কেন্দ্র শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। কেন্দ্রগুলোতে মাছ সংরক্ষণ/বরফজাতকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ কেন্দ্রগুলো চালু হলে মৎস্যজীবীরা তাদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হবে। এতে মাছের আহরনোত্তর অপচয় অনেকাংশে রোধ হবে।

ধৃত সামদ্রিক মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের নিমিত্ত কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় দুটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্র দুটিতে মৎস্যজীবীদের আহরিত সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। যা পরবর্তীতে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কাপ্তাই হ্রদের ধৃত মাছের অপচয় রোধকল্পে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৫৮.৫৪ মে. টন দেশীয় মাছের শুটকি উৎপাদন করা হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ধৃত সামুদ্রিক মাছের অপচয় রোধকল্পে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল এলাকায় ৪৫ একর জমিতে একটি আধুনিক শুঁটকি মহাল স্থাপনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। কর্পোরেশনের উল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা হয় যা নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ৩.১৪ ধারা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হবে। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার প্রায় ০৭ লক্ষ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পরোক্ষভাবে সুযোগ সৃষ্টি করছে। হ্রদে নিবন্ধিত ২৫,০৩১ জন মৎস্যজীবী সরাসরি হ্রদে উৎপাদিত মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া মেরিন ডকইয়ার্ড ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নির্বাচনী ইশতেহার ৩.১০, ৩.১২, ৩.১৩ ও ৩.১৬ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

আই.সি.টি/ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট www.bfdc.gov.bd সকল তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ৭০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি নিষ্পন্ন করা হয়। ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ৫৫% দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ঢাকা শহরে অনলাইনে (www.bfdconlinefish.com) মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটের প্রায় ৮০% কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সরকারি ই-মেইল আইডি চালু আছে। কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল, সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাস্তবায়নাধীন "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল সার্ভিস অটোমেশনের জন্য আইসিটি বিভাগ ও এটুআই এর কারিগরী সহায়তায় Software তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশন www.bfdconlinefish.com ওয়েবসাইট যোগে ঢাকা শহরে সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অনলাইনে বিক্রি করছে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের কমসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 'বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১' অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রাপ্ত নম্বর ৮৮.৯। এছাড়া ৩১ মার্চ ২০২১ খ্রি: তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় অত্র কর্পোরেশনের ২টি উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রদর্শন করা হয়। তন্মধ্যে ডেবা নার্সারি নামক উদ্ভাবনী আইডিয়া মৎস্য সেক্টরে ৩য় স্থান লাভ করে।

ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা

ইনোভেশন পুরস্কার প্রদান

SDG-ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই হ্রদ এলাকার উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ বসবাসকারী সকল জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও আমিষের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে হ্রদে ৪৬ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের নিমিত্ত দেশের উপকূল ও হাওর অঞ্চলে মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি: নাগাদ মৎস্য অবতরণ কার্যক্রম শুরু হবে। এ কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম শুরু হলে ধৃত মাছের আহরনোত্তর অপচয় অনেকাংশে রোধসহ মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য মূল্য পাবে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

কর্পোরেশনে ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ৫১২টি অডিট আপত্তি ছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৮টি নতুন অডিট আপত্তি সংযোজন হয়। এ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে ৩১২টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট ২০৮টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া এ অর্থবছরে ২৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৬০ জন ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম ৯৫ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখে বহি:স্থ ইউনিটসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে (www.bfdc.gov.bd) অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা আছে। এতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আয়-ব্যয়

কর্পোরেশনের ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয় ৪৫.০১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ৩৭.১৫ কোটি টাকা। অপারেশনাল লাভ হয় ৭.৮৬ কোটি টাকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক. একনেক এর ১৮ আগস্ট ২০২০ খ্রি: তারিখের সভার সিদ্ধান্ত এবং কর্পোরেশনের ০৩/২০২০ নং পরিচালনার বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভীর সমুদ্রের টুনা, সমজাতীয় পেলাজিক মাছসহ অন্যান্য মাছ আহরণের নিমিত্ত সরকারি অর্থায়নে প্রথম পর্যায়ে ২টি ডিপ সি ফিশিং ট্রলার ক্রয়, ট্রলারসমূহ বার্থিং এর জন্য চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের বিদ্যমান বেসিন আধুনিকায়ন, ফিশিং ট্রলার কর্তৃক আহরিত মাছ চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে অবতরণের নিমিত্ত অকশন শেড আধুনিকায়নসহ অবতরণ পরবর্তী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের প্রশাসনিক ভবনের সামনের ১০ একর জমিতে 'ফিশ প্রসেসিং এন্ড এক্সপোর্ট কমপ্লেক্স' স্থাপনের নিমিত্ত একটি যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

খ. দেশের সরকারি পুকুর, দিঘি, হ্রদ, খালবিল ইত্যাদি জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

গ. মাছের প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে দেশের সকল জেলায় স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন।

ঘ. উপকূলীয় এলাকার সুবিধাজনক স্থানে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ডকইয়ার্ড এবং বার্থিং এর জন্য টি-হেড জেটি স্থাপন করা।

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন দেশের মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথা: সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্য খাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নের নিমিত্ত বাস্তবতার নিরিখে কর্পোরেশন যুগোপযোগী নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম
www.mfacademy.gov.bd

ভূমিকা
১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজের অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে নিমজ্জিত, অর্ধ-নিমর্জ্জিত জাহাজ এবং বিস্ফোরক মাইন ইত্যাদি অপসারণপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ টিম নিয়োগ করা হয়। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের নির্ধারিত কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্য সম্পদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তা আহরণের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকার তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের নিমিত্ত অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি মৎস্য আহরণ জাহাজ (ট্রলার) প্রদান করেন। ভবিষ্যতে যাতে দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা উক্ত ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা যায় এবং আরও ব্যাপক হারে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণ করা যায় সে উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক রাশিয়ান সরকারের কারিগরী সহযোগীতায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ একাডেমি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত একটি অন্যতম মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০১৮ সাল থেকে এ একাডেমির নটিক্যাল ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্যাডেটগণ নৌবাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরির সুযোগ গ্রহণের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় Seaman Book/CDC (Continuous Discharge Certificate) লাভ করছে। তাছাড়া ২০১৮ সালে এ একাডেমিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধিভূক্তকরত: কোর্স কারিকুলাম ৪ বছর মেয়াদি বি.এসসি অনার্স পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। ইহার ফলে একাডেমির সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশকৃত ক্যাডেটদের কর্মসংস্থানের বহুমূখী সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

রূপকল্প (Vision)
মেরিটাইম সেক্টরে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)
আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)
১. গভীর সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার এবং নৌ ও বাণিজ্যিক জাহাজ চালানো, জাহাজের ইঞ্জিন অপারেশন, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ার উদ্দেশ্যে প্রি-সী ট্রেনিং ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. সমুদ্রে মৌলিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে নৌ-কর্মকর্তা ও নাবিকদের এনসিলিয়ারি ট্রেনিং প্রদান করা ।

৩. সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার এবং নৌ ও বাণিজ্যিক জাহাজে নিয়োজিত অফিসারদের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী পরীক্ষার প্রস্তুতির নিমিত্ত রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনা করা ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

১. প্রতি শিক্ষাবর্ষে ব্যাচ ভিত্তিতে নটিক্যাল বিভাগে ৩৫ জন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৩৫ জন এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগে ২০ জন দেশীয় শিক্ষার্থী ক্যাডেট ভর্তি করা এবং প্রার্থী প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত ৩টি বিভাগে ১০ জন বিদেশী ক্যাডেট ভর্তি করা ।

২. নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২(দুই) বছর মেয়াদী প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নটিক্যাল স্টাডিজ/বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং/বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ শীর্ষক শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করা ।

৩. সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা ।

জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম - ৯ম	১৩	৩	
০২.	১০ম	১	০	
০৩.	১১তম - ১৬তম	২১	১	
০৪.	১৭তম - ২০তম	২০	৪	
	সর্বমোট:	**৫৫**	**৮**	**৬৩**

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
মোট পরিচালন	৯৮৯০০	১২৮১২৭
মোট উন্নয়ন	০	০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৯৮৯০০**	**১২৮১২৭**

২০২০-২১ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বিষয় ভিত্তিক সচিত্র বর্ণনা

১. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতা

২ (দুই) বছর মেয়াদি প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স	উত্তীর্ণ ক্যাডেট সংখ্যা	মোট
নটিক্যাল বিভাগ	৬৩ জন	১২৭ জন
মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	৬৪ জন	

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি কর্তৃক ক্যাডেটদের 'পাসিং আউট প্যারেড-২০২০' পরিদর্শন (তারিখ: ১৫ মার্চ ২০২১)

২. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়ন

ধরণ	বরাদ্ধ	ব্যয়
অনুন্নয়ন বাজেট	৭৯৪.৩০	৭৪৩.৯৮
উন্নয়ন বাজেট	নেই	নেই

৩. ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আয়:

ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নন-টেক্স রেভিনিউ	৬০.০০ লক্ষ টাকা	৩২.৭০ লক্ষ টাকা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) বাস্তবায়ন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন কিছুটা ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি বাস্তবায়নে এ একাডেমির সফলতা মোটামুটি সন্তুষজনক। উক্ত অর্থ বছরে একাডেমির অর্জিত স্কোর ৮৫% এর বেশি হবে বলে আশা করা যায়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার তথা বর্তমান সরকারের ইশতেহারের সংশ্লিষ্ট দফা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর সম্পর্কিত পঞ্চম দফা "For development and capacity increasing of the Fisheries Sector, necessary measures will be taken for quality improvement in wide-ranging research, managerial development in fish cultivation through engaging farmers and preventing waste of end caught". বাস্তবায়নে এ একাডেমি সরাসরি অবদান রাখছে। সর্বাধুনিক টেকসই পদ্ধতিতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও জরিপ বিষয়ে স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম ও এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে।

আই,সি,টি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একাডেমির কোর্স কারিকুলামে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬১ ওয়ার্কস্টেশন সম্পন্ন আইসিটি ল্যাব ও ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত ও দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ই-নথির ব্যবহার জোরদার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। একাডেমির ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে সকল স্থাপনাসমূহ সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

একাডেমির ক্যাডেটদের আইসিটি বিষয়ক ক্লাশে অংশগ্রহণ

ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবের ক্লাশে অংশগ্রহণ

SDG অর্জনের অগ্রগতি

SDG লক্ষ্যমাত্রার ক্রমিক নং-১৪ "Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable development" এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ একাডেমি অবদান রাখছে। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ যার সুদীর্ঘ ৭১০ কিলোমিটার উপকূল লাইন এবং ১,১৮,৮১৩ বর্গ.কি. একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা রয়েছে। সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে ও টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে প্রি-সী ট্রেনিং এবং স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কোর্স পরিচালনাসহ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উৎপাদন করা হয়।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ একাডেমির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তিতে কোন দুর্নীতি, জালিয়াতি, ইত্যাদি নেই।

ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
৮	২৩২.৬৩ লক্ষ	২	০.৩২ লক্ষ	৬	২৩২.৬১ লক্ষ

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ একাডেমিতে নিম্নের সারণী অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন:

বিবরণ	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৯	১৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	নেই	নেই

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

২০২০-২১অর্থবছরে এ একাডেমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত অর্থবছরে এ একাডেমির অর্জিত মান ৮০%এর অধিক হবে বলে আশা করা যায়।

একাডেমির ১জন কর্মকর্তা ও ১জন কর্মচারীকে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার সম্মাননা সার্টিফিকেট হস্তান্তর

অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

অভিযোগ এবং সেবার মান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য এ দপ্তরের প্রশাসনিক ভবনের নির্ধারিত স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সুবিধার্থে একাডেমির ওয়েবসাইটেGRS সেবা বক্স স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ দপ্তরে অনলাইনে কিংবা অফলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উপসংহার

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি-সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নৌ-বাণিজ্যিক সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনকারী দেশের অন্যতম পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ একাডেমি হতে উত্তীর্ণ ক্যাডেটগণ একদিকে গভীর সমুদ্রগামী ফিশিং জাহাজ/ট্রলার, জাহাজ নির্মাণকারী/মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি সেক্টরে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে ক্যাডেটগণ দক্ষতার সাথে ফিশিং জাহাজ/ট্রলার, নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ, জাহাজ নির্মাণকারী/মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি সেক্টরে বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
www. bvc-bd.org

ভূমিকা
ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ (Statutory Body) প্রতিষ্ঠান। "দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২" (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পেশাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১০ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ পাশ হয়। গুণগত মান সম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে এর প্রয়োগ ও প্রাণিচিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ আর্মি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশায় কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন যা নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প (Vision)
মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগ দমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)
ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেশাজীবীদের সক্ষমতাকে সময়োপযোগী করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims & Objectives)
- প্রাণি চিকিৎসকদের দক্ষতার মান বজায় রাখা;
- গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;
- পেশাগত শৃংখলা রক্ষা করা;
- ইথিক্যাল মানদন্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ, কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান, বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পেশা বহির্ভূত কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ।

জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম - ৯ম	২	১	
০২.	১০ম	০	০	
০৩.	১১তম - ১৬তম	৩	২	
০৪.	১৭তম - ২০তম	২	০	
	সর্বমোট:	**৭**	**৩**	

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
মোট পরিচালন	৯৬০০	৯২০০
মোট উন্নয়ন	৫০০০০	৫০০০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৫৯৬০০**	**৫৯২০০**

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ

১. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভি পি আর) প্রদান

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে নামের আগে 'ডা:' উপাধি ব্যবহার বা কোন প্রকার পেশাগত কাজ বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০২০-২০২১ বছরে মোট ৫১৯ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

২. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পি আই সি) প্রদান

তৃণমূল পর্যায়ের খামারীরা যাতে প্রতারিত না হন এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের নিকট থেকে মানসম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৪২৪ জন পেশাজীবীকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে।

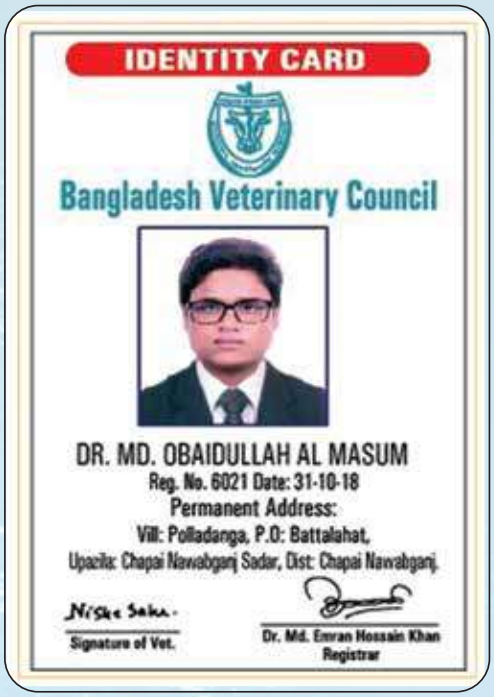

পরিচয় পত্র

৩. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভি ই আই) পরিদর্শন

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খামার ও টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কি মানের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা সরজমিনে পরিদর্শন করে থাকেন। এ দপ্তর বিগত অর্থ বছরে ৩টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে।

বিভিন্ন ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি

৪. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পি সি) পরিদর্শন

ভেটেরিনারিয়ানরা প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছেন ও ইথিক্যাল মানদন্ড মেনে চলছেন কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। গত ১ বছরে ১৮টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।

বিভিন্ন ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস্ কেন্দ্র

৫. ভবন নির্মাণ প্রকল্প

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বদান্যতায় দীর্ঘ ৩১ বছর পর কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়। উক্ত জমিতে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের জন্য ১৫১৬.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০তলা ভিতের উপর ৫ তলা মূল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিসেম্বর-২০২১ এর মধ্যে অন্যান্য ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন হবে। এ প্রকল্প সম্পন্ন হলে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স হল, বোর্ড রুম, ভিডিও কনফারেন্স, ই-লাইব্রেরি, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরি ও মহিলাদের জন্য নামাজের জায়গার ব্যবস্থা হবে। তাছাড়া রয়েছে আইসিটি শাখা ও শক্তিশালী ডাটাবেজ, যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং পেশা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া যাবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে এবং ভেটেরিনারিয়ানদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে।

নির্মাণাধীন ভেটেরিনারি কাউন্সিল ভবন

৬. কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

ক. ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মানোন্নয়নে ১৭১ জন পেশাজীবী প্রশিক্ষণে এবং ১৮৮ জন পেশাজীবী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

খ. দাপ্তরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৯ জনকে ৭০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণের খন্ড চিত্র

৭. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রনয়ণ ও হালনাগাদকরণ

বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকগণের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নাম্বার) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০০০ ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় নতুন ডাক্তারগণ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে ডাক্তারগণ তাঁদের যে কোন তথ্য ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারী এবং ব্যবসায়ীরাও তাঁদের কাংখিত ডাক্তারগণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন। ডাটাবেজটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৮. নারী শিক্ষার প্রসার

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিলেন না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করায় বর্তমানে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পুরুষ ভেটেরিনারিয়ানগণের বিপরীতে নারী ভেটেরিনারিয়ানগণের হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ৪.২% এবং ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২%।

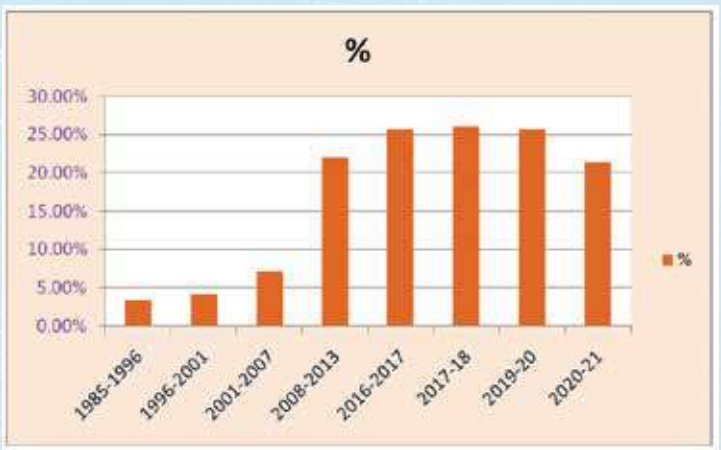

জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ সালে ২৫.৭৭%, ২০১৭-২০১৮ সালে ২৬.০৪%, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৫.৭০% এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২১.৩৭%।

৯. নারীর ক্ষমতায়ন

নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁরা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, টিকা দান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম্য মহিলারা বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, ডিম ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি।

নারীর ক্ষমতায়ন

১০. ভেটেরিনারি শিক্ষার মানদন্ড প্রকাশ

এদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষায় সমতা আনয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মানের মানদন্ড (BVC Standard for Veterinary Education) প্রণয়ন করা হয়েছে। ঐ মানদন্ডে ৬৮-৭০% কোর ভেটেরিনারি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া এ্যাকুয়াটিক ভেটেরিনারি মেডিসিন, নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও বন্যপ্রাণীর স্বাস্থ্য সেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানদন্ডটি এক হাজার কপি ছাপিয়ে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উল্লেখিত মানদন্ডটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

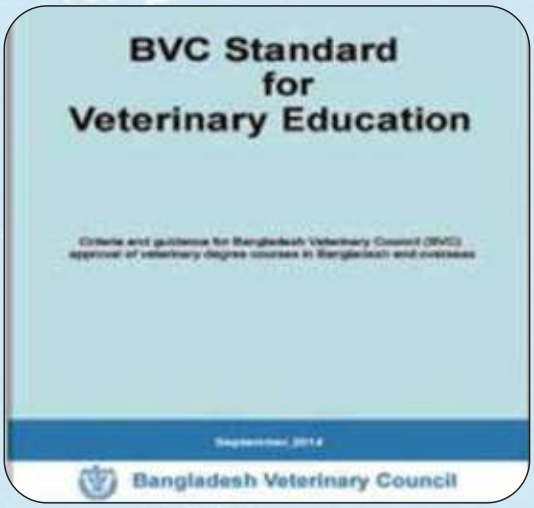

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৬ষ্ঠ বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ মেয়াদের জন্য স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিল বিগত বছরের মত শতভাগ কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট রয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্নাতক পর্যায়ের কোর্স ক্যারিকুলামে এনিমেল প্রোডাকশন কোর্সের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, বরং বৃহৎ জনগোষ্ঠির নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য "Food Safety ও Public Health" বিষয় সমূহের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম

এ দপ্তরের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তাকে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে e-tendering এর মাধ্যমে ৩টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং e-nothi এর মধ্যমে ৫৫টি পত্র জারি করা হয়েছে।

ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কিছু কাজ সহজ করা হয়েছে, যেমন প্রাণি চিকিৎসকদের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ, Online এ Recommendation Letter প্রাপ্তি এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা। BD Vet Helpline নামে ১টি অ্যাপস্ গুগল স্টোরে আছে এবং অপর একটি অ্যাপস্ পাইলটিং পর্যায়ে আছে। আশা করা যায় এ দু'টি অ্যাপস্ এর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে সেবা পাবেন।

BD Vet Helpline Apps

SDG অর্জনের অগ্রগতি

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG-এর Goal এবং Target ম্যাপিং করা হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে খসড়া Action plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	গত মাসে সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	গত মাসে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল (বিভিসি)	২৪	১৮	০৬	-	-	

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

ভেটেরিনারিয়ানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের ৭০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত এক ঘন্টা ব্যাপী ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করার জন্য কাউন্সিল সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিস্পত্তির ব্যবস্থা

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। গত বছর প্রাপ্ত একটি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ই-সার্ভিস প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তির বিষয়টি স্বয়ংক্রিয় করা হচ্ছে।

উপসংহার

ভেটেরিনারি পেশা, পেশাজীবী ও শিক্ষার অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাউন্সিল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের অব্যাহত সহযোগিতায় আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে ভেটেরিনারি সেবা, পেশা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সক্ষম হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

www.flid.gov.bd

ভূমিকা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন অর্জন, উদ্ভাবন ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ দপ্তর। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত। এ খাত বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাত অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

রূপকল্প (Vision)

বিপুল জনগোষ্ঠীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক নতুন নতুন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত প্রযুক্তি অবহিতকরণসহ উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার।

অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাঁদের উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত উন্নত কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে সরবরাহ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অত্র দপ্তরকে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভাণ্ডার' হিসেবে রূপায়িত করে তথ্য প্রবাহের আধুনিক কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

লক্ষ্য

সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'ভিশন-২০২১ ও ২০৪১' বাস্তবায়নের প্রত্যয়কে এগিয়ে নেয়াই এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর সর্বোচ্চ সহনশীল (Sustainable) উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা (Food security) নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তির (Information and Technologies) সফল কার্যকর হস্তান্তরসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;

- দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা;
- আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রচার/সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদর্শন ও সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকরণ;
- বন্যা ও খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মৎস্য ও পশু-পাখির রোগব্যাধী মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত এলাকায় চাষীদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ-মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং দৈনন্দিন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন ধরণের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরা পরবর্তী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে টিভি ফিলার, টেলপ, জিঙ্গেল ও তথ্যচিত্র তৈরি ও প্রচার;
- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং এর চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- মাঠ পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চাষীদেরকে সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন;
- কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে জনসম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণসহ সকল আইন ও বিধিবিধান ব্যাপকভাবে প্রচার;
- মৎস্য ও পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা;
- সুফলভোগীদের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা;
- কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা;

- জাটকা নিধন প্রতিরোধসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তক-পুস্তিকা, মাসিক বার্তা ইত্যাদি প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ;
- বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলী প্রদর্শন;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মেলা, কর্মশালা প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ এবং সংরক্ষণ ও প্রচার ।

জনবল কাঠামো (Organogram)

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	কর্মরত সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	১ম - ৯ম	৩	৩	
০২.	১০ম	০	০	
০৩.	১১তম - ১৬তম	৩২	২১	
০৪.	১৭তম - ২০তম	৫	১৭	
	সর্বমোট:	**৪০**	**৪১**	

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২০-২১	২০২০-২১
মোট পরিচালন	৪২৫০০	৩৯৩০০
মোট উন্নয়ন	০	০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৪২৫০০**	**৩৯৩০০**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ

ক. মুদ্রণ সামগ্রী

১. পোস্টার মুদ্রণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পোস্টার, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান শীর্ষক-পোস্টার, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ শীর্ষক পোস্টার, গবাদিপশুর ল্যাম্পি স্কিন ডিজিজ-বিষয়ে পোস্টার, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২০ শীর্ষক পোস্টার, পিপিআর রোগের টিকা দিন, ছাগল ভেড়া সুস্থ রাখুন- শীর্ষক পোস্টার, কোরবানীর জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় বিষয়ক পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ ।

মাঠ পর্যায়ে পোস্টার বিতরণ

২. লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ

কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায়, এ্যানথ্রাক্স রোগ ও তার প্রতিকার এবং গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কিত লিফলেট ।

লিফলেট বিতরণ

৩. ফোল্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ

এ্যানথ্রাক্স রোগ ও তার প্রতিকার শীর্ষক ফোল্ডার, দেশি কৈ মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ফোল্ডার, গুতুম মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি শীর্ষক ফোল্ডার ।

৪. বার্ষিক প্রতিবেদন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ মুদ্রণ ও বিতরণ।

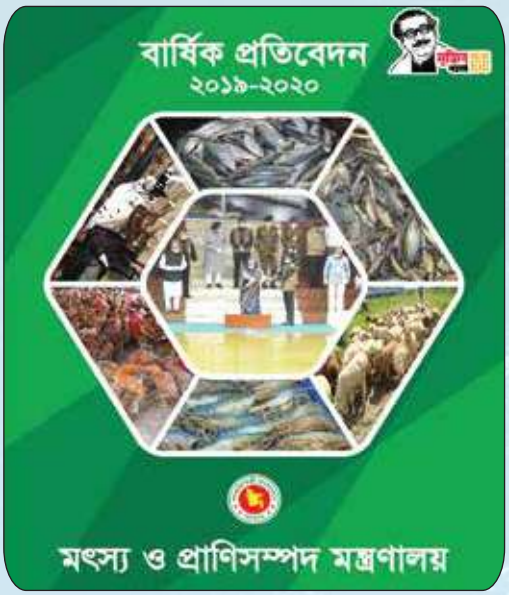

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০

ড্রপ ডাউন ব্যানার ও প্লাকার্ড

৫. ফেস্টুন ও ড্রপ ডাউন ব্যানার তৈরি

মুজিব বর্ষ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ড্রপ ডাউন ব্যানার, প্লাকার্ড ও বিভিন্ন ধরণের ফেস্টুন এবং কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় সম্পর্কিত ফেস্টুন তৈরি ও বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন।

খ. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্তে প্রচার সামগ্রি নির্মাণ

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্ত প্রামাণ্য চিত্র, টিভিসি ও জিঙ্গেল নির্মাণ করা হয়। যেমন-

১. বিলুপ্ত প্রায় ছোট মাছের চাষ বিষয়ক জিঙ্গেল।
২. ১৪ অক্টোবর হতে ০৪ নভেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরা, আহরণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুদ নিষেধ বিষয়ক জিঙ্গেল।
৩. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষ্যে "মুজিব বর্ষে শপথ নেবো, জাটকা নয় ইলিশ খাবো" বিষয়ক জিঙ্গেল।
৪. ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র।
৫. পুকুরে শিং মাছের নিবিড় চাষ পদ্ধতি বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র।
৬. বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর সাফল্য বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র।
৭. মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা সম্পর্কে টিভিসি।

গ. প্রিন্ট মিডিয়ায় জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২০, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য ও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে স্ক্রল প্রচার

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান- ২০২০ উপলক্ষ্যে, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে এবং "মুজিব বর্ষে শপথ নেবো জাটকা নয় ইলিশ খাবো" সম্পর্কে ২৪ টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ৭ দিন করে স্ক্রল প্রচার করা হয় ।

ঙ. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার

বিলুপ্ত প্রায় ছোট মাছের চাষ সম্পর্কে নির্মিত টিভিসি ৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ১০ বার, ১৪ অক্টোবর হতে ০৪ নভেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরা, আহরণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুদ নিষেধ জিঙ্গেলটি ২টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে পিক আওয়ারে ৬ বার এবং ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক জিঙ্গেল ২টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে পিক আওয়ারে মোট ৬ বার প্রচার করা হয় ।

চ. টক-শো

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা দিবস, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'টক শো' আয়োজন করা হয় ।

ছ. প্রচার প্রসারের কাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

১. মৎস্য ও প্রাণি সংবাদ নামে একটি নিউজ পোর্টাল খোলা হয়েছে । যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও হালনাগাদ তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে । নিউজ পোর্টালটির লিংক: https://motshoprani.org/

২. "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর-অফিসিয়াল পেইজ" নামে ফেইসবুক পেইজ খোলা হয়েছে । যার লিংক: https://www.facebook.com/flid20/

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিজস্ব ইউটিউব খোলা হয়েছে । যার লিংক: www.youtube.com/channel/UC0Yiq4KybfOJjWgE04_KuTA/featured

৪. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রত্যেক আঞ্চলিক অফিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরির কাজ চলমান রয়েছে ।

৫. জেলা উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণি খাতের হালনাগাদ তথ্য এবং মৎস্য চাষী ও খামারীদের সফলতার তথ্য পেতে আঞ্চলিক অফিসসমূহের সাথে তাদের স্ব-স্ব জেলা, উপজেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে লিয়্যাজোঁ স্থাপন করা হয়েছে ।

৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রচার প্রসারের কাজকে এগিয়ে নিতে প্রত্যেক আঞ্চলিক অফিস সমূহ জেলা, উপজেলার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে ফোন/মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করেছে ।

৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের কাজকে জনগণের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় চাষী ও খামারীদের নিয়ে প্রত্যেক ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসে অন্তত একবার উঠান বৈঠক আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

৮. প্রচার প্রসারের কাজকে সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশের জন্য জেলা উপজেলা পর্যায়ের প্রেসক্লাবের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

৯. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিজস্ব নিউজ পোর্টাল ও নিজস্ব ফেইসবুক পেইজ ও ইউটিউবকে সচল রাখার জন্য এবং দপ্তরের নৈমিত্তিক কাজের অংশ হিসেবে প্রতিমাসে কমপক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের একটি খামার পরিদর্শন করে প্রচারযোগ্য যাবতীয় তথ্য যেমন সফলতার গল্প, খামারের ভিডিও এবং স্থিরচিত্র ধারণ করে রিপোর্ট আকারে প্রধান কার্যালয়ের অফিসিয়াল ই-মেইলে প্রেরণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

১০. আঞ্চলিক অফিস সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ প্রতিমাসে কত জন খামারী বা চাষী মৎস্য ও প্রাণি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য অফিস পরিদর্শন করেছেন এবং তাদের মধ্যে কী কী ধরণের প্রকাশনা সমাগ্রী বিতরণ অথবা পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো বিস্তারিত আকারে অর্থাৎ তাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার ও চাহিদা মাফিক তথ্যের বিবরণসহ পরবর্তী মাসের প্রথম ৫ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রণয়ন করে প্রধান কার্যালয়ের অফিসিয়াল ই-মেইলে রিপোর্ট প্রেরণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারিগণ প্রতিমাসে নিজ উদ্যোগে কত জন খামারী বা চাষীর নিকট কী ধরণের সেবা প্রদান করেছেন সে সেবার ধরণ এবং সেবা গ্রহিতার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বারের তালিকা পরবর্তী মাসের প্রথম ৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের অফিসিয়াল ই-মেইলে প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

১২. প্রতি ত্রৈমাসিক রিপোর্ট মূল্যায়ন করে আঞ্চলিক অফিস সমূহের মধ্যে থেকে সেরা অফিস নির্বাচন করে উক্ত অফিস ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
০২	৫৯,৭৪,১৫০/-	০২	০২	০২	২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভায় উত্থাপন করা হচ্ছে।

আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সদর দপ্তর ও এর অধীন আঞ্চলিক অফিস সমূহকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ দপ্তরের Website(www.flid.gov.bd)এর মানোন্নয়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। তাছাড়া আঞ্চলিক অফিসসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দাপ্তরিক গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান ও কাগজের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব অফিস কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইনোভেশন বিষয়ে ৪ দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোনো অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নেই।

উপসংহার

দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বাড়লেও দেশের সব মানুষ সমান হারে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করতে পারছে না, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং বেকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষ ও গবাদিপশু-পাখি পালনে উদ্বুদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।